রাঁচি, মঙ্গলবার

26:09:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>338 >>08 Ashwin 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩৩৮ >> << ০৮ই, আশ্বিণ ১৪৩০>>

কারাবাখ থেকে আর্মেনীয়দের পালাতে হতে পারে, দায়ী রাশিয়া, বলছেন আর্মেনীয় প্রধানমন্ত্রী

আর্মেনিয়া ঃ আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ান রবিবার বলেছেন, জাতিগত আর্মেনীয়রা নাগর্নো কারাবাখের বিচ্ছিন্ন অঞ্চল থেকে পালিয়ে যাবে এমন সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে। তিনি আর্মেনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য রাশিয়াকে দোষারোপ করেছেন। যদি ১ লাখ ২০ হাজার লোক লাচিন করিডোর দিয়ে আর্মেনিয়ায় যায়, তাহলে ছোট দক্ষিণ ককেশীয় দেশটি মানবিক এবং রাজনৈতিক উভয় সংকটের মুখোমুখি হতে পারে। পাশিনিয়ান জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে বলেন, এই উদ্ভূত পরিস্থিতির দায়ভার সম্পূর্ণভাবে আজারবাইজানের উপর পড়বে, যারা জাতিগত নির্মূলের নীতি গ্রহণ করেছে। তিনি আরও বলেন, আর্মেনিয়া রাশিয়া কৌশলগত অংশীদারিত্ব আর্মেনিয়ার বাহ্যিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। গত সপ্তাহে, আজারবাইজান জাতিগত আর্মেনিয়ানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে, যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর থেকে কারাবাখ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল। কারাবাখে আর্মেনিয়ানদের নেতার একজন উপদেষ্টা রবিবার সকালে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, এই পরিস্থিতিতে অনেক লোক চলে যেতে বাধ্য হবে, কারণ তারা আজারবাইজানি শাসনে নিরাপদ বোধ করবে না।

বাজার দর

SENSEX : 66023.69 +14.54
NIFTY : 19674.55 +0.30

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.41 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.38 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

বিশ্বব্যাপী কলেরার প্রকোপ বাড়ছে

নয়া দিল্লি ঃ বিশ্বব্যাপী কলেরার প্রকোপ বাড়ছে বলে সতর্ক করে দিয়েছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লিউএইচও। জাতিসংঘের সংস্থাটি বলেছে, গত বছর রিপোর্ট করা আক্রান্তের সংখ্যা ২০২১ সালে রিপোর্ট করা আক্রান্তের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। কলেরা ছড়িয়ে পড়ছে এমন দেশের সংখ্যাও ২০২২ সালে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০২১ সালে ৩৫টি দেশ থেকে বেড়ে গত বছর তা ৪৪টি দেশে পৌঁছেছে। ইউএস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন অনুসারে, কলেরা একটি প্রাণঘাতী রোগ হতে পারে, যা সাধারণত অনিরাপদ খাবার কিংবা পানির মাধ্যমে ছড়ায়। এছাড়া কলেরা আক্রান্ত মানুষের মল পানিতে মিশে গেলে সেই পানি থেকেও কলেরা ছড়াতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে কলেরার প্রচলিত চিকিৎসায় দুই ডোজ করে টিকা দেয়া হত। তবে, গত বছরের অক্টোবর থেকে, জরুরী ভ্যাকসিন সরবরাহ তত্ত্বাবধানের জন্য নিয়জিত আন্তর্জাতিক সমন্বয়কারী গ্রুপ এক ডোজ করে কলেরার টিকা দেয়া শুরু করেছে। ডব্লিউএইচও বলেছে, গত বছর কলেরার প্রাদুর্ভাব ছিল ব্যাপক। বিশেষ করে আফগানিস্তান, ক্যামেরুন, কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, মালাউই, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া এবং সিরিয়া দশ হাজারেরও বেশি সন্দেহজনক এবং কলেরা আক্রান্ত রোগী নিশ্চিত করেছে। ডব্লিউএইচও'এর মতে, বিশ্ব বর্তমানে এই বছর কলেরার উত্থানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এবং ইতোমধ্যে ২৪টি দেশে এর ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু দেশ ভয়াবহ সংকটের মধ্যে রয়েছে।

প্যাসিফিক শীর্ষ সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে কুক আইল্যান্ড ও নিউইতে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস চালু হচ্ছে

নিউ ইয়র্ক ঃ সোমবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিউই ও কুক আইল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস খোলার ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ডেমোক্র্যাটিক প্রশাসন প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর নেতাদের কাছে প্রমাণ করতে চাইছে যে যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে তাদের উপস্থিতি বাড়াতে অঙ্গীকারবদ্ধ। দক্ষিণ প্যাসিফিকে নতুন কূটনীতিক মিশন চালুর এই ঘোষণা এমন সময় আসছে যখন বাইডেন ওয়াশিংটনে ২ দিনব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র-প্যাসিফিক দ্বীপ ফোরামের সম্মেলন আয়োজন করতে যাচ্ছেন।সম্মেলনে আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে এ অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। এ অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ বাড়ছে। যার ফলে বাইডেন প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়নের দিকে বিশেষ প্রাধান্য দিচ্ছেন। আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগেই নাম না প্রকাশের শর্তে দূতাবাস স্থাপনের পরিকল্পনার বিষয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করেন ২ জ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার সিংহভাগের জন্য সরাসরি দায়ী থাকার পরেও ধনী রাষ্ট্রগুলো এ বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট উদ্যোগ না নেওয়ার এবং ভঙ্গুর রাষ্ট্রগুলোকে এসব সমস্যার মোকাবিলায় দেওয়া ঋণ থেকে মুনাফা লোটার সমালোচনা করেছেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর নেতারা। ফোরামে অস্ট্রেলিয়া, কুক দ্বীপপুঞ্জ, মাইক্রোনেশিয়া, ফিজি, ফরাসি পলিনেশিয়া, কিরিবাতি, নাউরু, নিউ ক্যালেডোনিয়া, নিউজিল্যান্ড, নিউই, ক্যালিডোনিয়া, পাপুয়া নিউ গিনি, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ প্রজাতন্ত্র, সামোয়া, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, টোঙ্গা, টুভালু এবং ভানুয়াতু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, ১৮ সদস্যের ফোরামের বেশিরভাগ সদস্য তাদের শীর্ষ নির্বাচিত প্রতিনিধি অথবা পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য মনোনীত করেছে। বাইডেন এ বছরের শুরুতে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল সফরের পরিকল্পনা করলেও বিশেষ কারণে একে কাটছাঁট করতে বাধ্য হন। যার ফলে পাপুয়া নিউগিনিতে ঐতিহাসিক সফরটি বাতিল হয়। একইসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে তথাকথিত কোয়াড অংশীদারিত্বের বৈঠকেও অংশ নিতে পারেননি বাইডেন। সে সময় তিনি ওয়াশিংটনে ঋণ সীমা পুনঃনির্ধারণের বিষয়টিতে নজর দেন।

ইসরাইলি সেনারা পশ্চিম তীরে ২ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, বলছে হামাস এবং জরুরী সেবাকর্মীরা

তুরকার্ম ঃ হামাস ও জরুরী সেবাকর্মীরা বলছে, অধিকৃত পশ্চিম তীরের এক শরণার্থী শিবিরে অভিযান চালিয়ে রবিবার ইসরাইলি বাহিনী ২ ফিলিস্তিনি নাগরিককে হত্যা করেছে, যাদের মধ্যে একজন ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সদস্য। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, রবিবার ভোরে তুলকার্ম শহরের কাছে অবস্থিত নুর শামস শিবিরে ইসরাইলি বাহিনী অভিযান চালায়। যার ফলে ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধ শুরু হয়, যা ১ ঘণ্টা ধরে চলে। ইসরাইলি সামরিক বাহিনী বলছে, তারা শিবিরে সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রকে অকেজো করেছে, যা কম্পিউটার ও নজরদারির কাজে ব্যবহৃত ক্যামেরা দ্বারা সজ্জিত ছিল। এছাড়াও বেশ কিছু বিস্ফোরক ও বোমা বানানোর উপকরণ উদ্ধার করা হয়েছে। বিবৃতিতে সামরিক বাহিনী বলেছে, এই কার্যক্রমের সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা গুলি চালানো শুরু করে এবং (সামরিক) বাহিনীর উদ্দেশে বিস্ফোরক ছুড়ে মারে। বাহিনীর সদস্যরা ফিরতি গুলি চালায়। কয়েকজন গুলির আঘাত পান। বিবৃতিতে আরও জানানো হয় যে ১ ইসরাইলি সেনা সামান্য আহত হয়েছেন। সম্প্রতি গাজা উপত্যকায় হামাসের সদর দপ্তর থেকে তারা তাদের প্রভাব পশ্চিম তীরে বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে। সংগঠনটি জানায়, নিহতদের একজন হলেন ওসায়েদ আবু আলি (২১), যিনি তাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ছিলেন। অপর নিহত ব্যক্তি আবদেল রহমান আবু দাঘাশ (৩২) এর পরিবারের সদস্যরা জানান, কি ঘটছে তা দেখে তিনি বাসার ছাদে ওঠেন। এ সময় এক স্নাইপারের গুলিতে তিনি নিহত হন। পশ্চিম তীরে প্রায় ১ বছরেরও বেশি সময় ধরে সহিংসতা চলছে। এর মধ্যে ইসরাইলি বাহিনী তাদের সামরিক অভিযানের সংখ্যা বাড়িয়েছে। ফিলিস্তিনিরা একাধিকবার ইসরাইলিদের বিরুদ্ধে পালটা হামলা চালালে ইসরাইল ফিলিস্তিনি গ্রাম ও মহল্লায় হামলার সংখ্যা বাড়ায়। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার সাথে নুর শামস শিবিরের প্রায় ১৩ হাজার ৫১৯ বাসিন্দা নিবন্ধিত আছেন। এখানে মূলত ১৯৪৮ সালের ইসরাইল যুদ্ধের পর নিজ ভূখণ্ড থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হওয়া ফিলিস্তিনি বংশধররা বসবাস করেন।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

পেন্টাগন প্রধানের আফ্রিকা সফরে প্রতিরক্ষা ইস্যুতে বিশেষ গুরুত্ব

নিউইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন রবিবার পূর্ব আফ্রিকার দেশ জিবুতিতে সে দেশের নেতা এবং সোমালিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেন। হর্ন অফ আফ্রিকা অঞ্চলে অব্যাহত সহিংসতার মধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসাবে আফ্রিকায় এটাই তাঁর প্রথম সফর। সপ্তাহের শেষে তিনি কেনিয়া এবং অ্যাঙ্গোলা যাবেন। জিবুতি আফ্রিকা মহাদেশে আমেরিকান সামরিক বাহিনীর অন্যতম প্রধান ঘাঁটি উল্লেখ করে অস্টিন বলেন, প্রতিবেশী সোমালিয়ার সমর্থনে জিবুতিয়ান বাহিনী এবং আফ্রিকান ইউনিয়ন বাহিনীর সাথে অংশীদারিত্ব করতে পেরে যুক্তরাষ্ট্র গর্বিত। ওই অঞ্চলে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চলমান সামরিক অভিযানের মধ্যে আল শাবাব জঙ্গিরা ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। আল শাবাব আফ্রিকা মহাদেশে আল কায়েদার প্রধান শাখা। গত ২৬ আগস্ট কাউসওয়েন শহরে এক মারাত্মক হামলার পর, আল শাবাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সোমালিয়া বেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এই হামলায় কয়েক ডজন সরকারি সৈন্য নিহত হয় এবং এর ফলে জঙ্গি গোষ্ঠীর কাছ থেকে পূর্বে দখল করা শহরগুলি হাতছাড়া হয় এবং শহরগুলি থেকে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয় সোমালিয়ার বাহিনী। যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা আল শাবাবকে একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন, এটি এমন নয় যে এই পরিস্থিতি রাতারাতি থামানো সম্ভব। বছরের পর বছর ধরে সোমালিয়ার বিশেষ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে বিমান হামলা চালানোসহ আল শাবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোমালি বাহিনীকে পরামর্শ ও সহায়তা দিয়ে আসছে আমেরিকান সামরিক বাহিনী। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন, শুক্রবার কেনিয়ার প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মীদের একটি ঘাঁটিতে আল শাবাব জঙ্গিরা গুলি চালালে, একজন আমেরিকান ঠিকাদারসহ অংশীদার বাহিনীর অপর একজন সদস্য আহত হয়েছেন। যদিও আল শাবাব দাবি করেছে, তাদের হামলায় চার আমেরিকান সেনা এবং নয়জন কেনিয়ার সেনা আহত হয়েছে। তবে, আল শাবাবের এই দাবিকে অতিরঞ্জিত বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ওই প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা। আফ্রিকান ইউনিয়ন ট্রানজিশন মিশন, এটিএমআইএস এর অংশ হিসেবে কেনিয়ার হাজার হাজার সৈন্য সোমালিয়ায় কাজ করছে। ১০ বছর আগে রাজধানী নাইরোবির ওয়েস্টগেট মলে এক ভয়াবহ হামলায় অন্তত ৬৭ জন নিহত হয়। এছাড়া বারবার আল শাবাবের আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছে দেশটি। সপ্তাহের শেষে কেনিয়া এবং অ্যাঙ্গোলা ভ্রমণ করবেন অস্টিন। যুক্তরাষ্ট্রের একজন ঊর্ধ্বতন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তার মতে, তিনিই প্রথম কোনো আমেরিকান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যিনি অ্যাঙ্গোলা সফর করছেন।

পরীক্ষা ২.৪৭ শতাংশ অর্থাৎ ১৭৪৮ জন মেদবহুল পুলিশ হিসাবে চিহ্নিত, তিন মাস পরে মেদবহুল পুলিশদের ফের পরীক্ষা

অসম পুলিশের ৭০১৬১ জনের বিএমআই পরীক্ষা সম্পন্ন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম পুলিশের প্রথম পর্যায়ের বিএমআই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। মোট ৭০১৬১ জন পুলিশ কর্মী এবং জওয়ানদের মধ্যে এই বিএমআই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল। এরমধ্যে ২.৪৭ শতাংশ পুলিশ কর্মী এবং জওয়ানদের মেদবহুলতা ধরা পড়েছে। অর্থাৎ ১৭৪৮ জন পুলিশ কর্মী এবং জওয়ানকে মেদবহুল হিসাবে সনাক্ত করা হয়েছে। এবার মেদবহুল হিসাবে চিহ্নিত হওয়া ১৭৪৮ জন পুলিশ কর্মী এবং জওয়ানকে সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে পুনরায় পরীক্ষা করা হবে। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের খাদ্য তালিকা এবং শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তাদের শারীরিক এবং স্বাস্থ্য জনিত প্রমাণপত্র চিকিৎসকরা প্রদান করবেন। তিন মাস পর ফের এই মেদবহুল পুলিশ কর্মী এবং জওয়ানদের শারীরিক পরীক্ষা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার তৎপরতায় অসম পুলিশকে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম এবং সবল হিসাবে গড়ে তোলা হবে বলে ঘোষণা করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ।

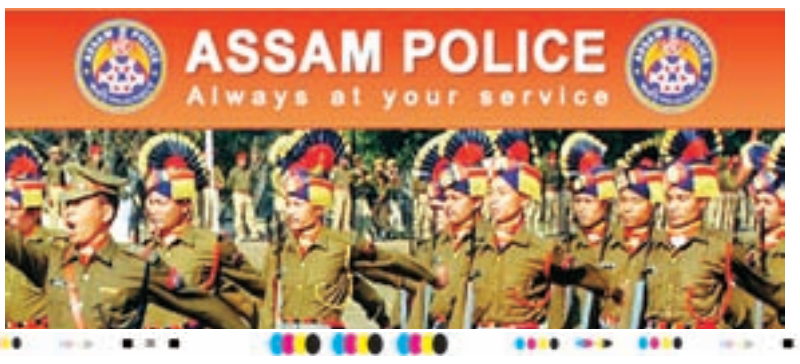

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

গ্রাম পঞ্চায়েতের পরাজিত তৃণমূল প্রার্থীর স্বামীর ওপর এলোপাথাড়ি হাসুয়ার কোপ। বাড়িতে ঢুকে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠলো নির্দল সমর্থক(বিক্ষুব্ধ তৃণমূলদের) বিরুদ্ধে

মালদা ঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের পরাজিত তৃণমূল প্রার্থীর স্বামীর ওপর এলোপাথাড়ি হাসুয়ার কোপ। বাড়িতে ঢুকে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠলো নির্দল সমর্থক(বিক্ষুব্ধ তৃণমূলদের) বিরুদ্ধে। হাসুয়ার কোপ মহিলাকেও। বৃহস্পতিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদার মানিকচক ব্লকের পশ্চিম নারায়ণপুরের মহেন্দ্রটোলা গ্রাম। ঘটনাই তৃণমূল প্রার্থীর সহ তিনজন তৃণমূল কর্মী আহত। পাল্টা মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে নির্দলের তিন সমর্থক আহত।আহতরা সকলেই মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।জানা গেছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে দক্ষিণ চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০৭ নম্বর বুথের তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছিলেন জুলি মন্ডল। তবে প্রার্থী হতে না পারায় বেশ কিছু বিক্ষুব্ধ কর্মী সমর্থক নির্দলের সমর্থক হয়ে যান।এই প্রার্থী হতে না পারাকে কেন্দ্র করে আক্রোশ ছিল তৃণমূল ও বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের মধ্যে। এই শত্রুতার জেরেই পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী জুলি মন্ডলের বাড়িতে ঢুকে হামলা চালায় নির্দল সমর্থক(বিক্ষুব্ধ তৃণমূল)রা বলেই।হাসুয়া লোহার রড দিয়ে জুলি মন্ডলের স্বামী সন্তোষ মন্ডলের ওপর চড়াও হয়।এলোপাথাড়ি হাসুয়ার কোপ মারার সাথে লাঠি ডিউই ব্যাপক আঘাত করা হয়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে হাসুয়ার কোপে আহত হয় সুলেখা মন্ডল নামে এক মহিলা।পাশাপাশি মারধর করা হয় তৃণমূল কর্মী ধনঞ্জয় মন্ডলকেও। তিনজনই গুরুতর আহত অবস্থায় মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গোটা ঘটনায় মারধরের অভিযোগ উঠেছে নির্দল সমর্থক শ্রবণ মণ্ডল,কৃষ্ণ মন্ডল,পলাশ মন্ডল,রূপচাঁদ মন্ডল সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে।ঘটনা প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের তৃণমূল প্রতিদ্বন্দিতা করা পরাজিত প্রার্থী জুলি মন্ডল জানান, নির্বাচনের টিকিট না পেয়ে আক্রোস ছিল।দল আমাকে যোগ্য মনে করেছিল তাই টিকিট দিয়েছিল। যারা অভিযুক্ত তারা গ্রামে বরাবরই সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে।একটি পরিবারকে মাসখানেক আগে মারধর করেছিল। সেই পরিবারের পক্ষে সাক্ষী দেওয়ায় আরও আক্রোশ বাড়ে তাদের। বুধবার বাড়িতে ঢুকে হাসুয়া দিয়ে কোপানো হয়। ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের দারস্ত হবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।অন্যদিকে নির্দল সমর্থক কৃষ্ণ মন্ডলসহ তিনজন আহত।তৃণমূলের বিরুদ্ধে পাল্টা মারধর করার অভিযোগ তুলেছেন তারা।

কাজ করতে যাওয়ার পথে ইলেকট্রিক শক খেয়ে মৃত্যু হল এক পৌরসভার অস্থায়ী কর্মীর

মালদা ঃ বাড়ি থেকে কাজ করতে যাওয়ার পথে ইলেকট্রিক শক খেয়ে মৃত্যু হল এক পৌরসভার অস্থায়ী কর্মীর। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সাত সকালে পুরাতন মালদা পৌরসভার রসিলা দাহ বাগানপাড়া এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ওই অস্থায়ী কর্মীর নাম সুশীল হালদার বয়স ৫৮ বছর বাড়ি পুরাতন মালদার পৌরসভার খয়হাট্টা এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরে কর্মসূত্রে রসিলা দাহ বাগানপাড়া এলাকায় থাকতেন পরিবার নিয়ে। পরিবার ও পুলিশকে জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরেই পুরাতন মালদা পৌরসভার অস্থায়ী কর্মী হিসেবে ঝাড়ুদারের কাজ করতেন সুশীল হালদার নামে ওই ব্যক্তি। অন্যান্য দিনের মতো আজ সকালে বাড়ি থেকে এসে ঝাড়ুদারের কাজ করতে যাচ্ছিলেন এলাকায় যাওয়ার পথে রশিদা দাহ এলাকায় রাস্তার মাঝখানে ইলেকট্রিক এর তার পরে ছিল। সেখানেই পা দিতেই ইলেকট্রিক শক খায় ওই ব্যক্তি। ব্যক্তির চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে তৈরি করে সেখানকার ইলেকট্রিকের সংযোগ বন্ধ করে দেয়। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় রায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। কর্মরত চিকিৎসকেরা ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃত ওই ব্যক্তি পরিবারসহ গোটা এলাকায়।

ডাম্পার - টোটো ধাক্কায় টোটো চালকের মৃত্যু

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার জটেশ্বর এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় ব্রজেন বর্মণ (৪৫) নামের টোটো চালকের মৃত্যু ঘটনায় বুধবার এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ফালাকাটাগামী একটি ডাম্পার টোটো পেছন থেকে ধাক্কা মারলে টোটো থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়েন ওই টোটো চালক। ওই ডাম্পারের চাকায় পিষে গিয়েছে তাঁর মৃত্যু হয়। জাতীয় সড়কে ওই পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। পরে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। মৃত ওই টোটো চালক জটেশ্বরের সাহা পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন।

মিষ্টির ভেতরে ফাঙ্গাসে ভর্তি। খেয়ে অসুস্থ এক শিশুকন্যা। দোকানদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

শিলিগুড়ি ঃ মিষ্টির ভেতরে ফাঙ্গাসে ভর্তি। খেতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি। অসুস্থ এক শিশুকন্যা। অভিযোগ উঠল শিলিগুড়ির এক নামধন্য মিষ্টির দোকানের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির ৩৭ নং ওয়ার্ডের পূর্ব চয়ন পাড়ার বাসিন্দা টোটোন সাহা নামে এক ব্যক্তি শিলিগুড়ির অদূরে আশিঘর মোড় লাগোয়া একটি নামধন্য মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিলেন বাড়িতে অতিথি আসবেন বলে। অতিথি আসার আগে প্যাকেট থেকে মিষ্টি বের করে টেস্টও করেন তিনি ও তার বছর ছয়েকের মেয়ে। অর্ধেক মিষ্টি খাবার পর লক্ষ্য করেন মিষ্টির ভেতর ছত্রাকে ভরা। আর সেই মিষ্টি খেয়ে কিছুক্ষণ পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন তার ছোট্ট মেয়ে। সাথে সাথে ছুটে আসেন ওই মিষ্টির দোকানে। এসে অভিযোগও জানান। কিন্তু তাতেও কোনো ভ্রুক্ষেপ করেনি দোকান মালিক, এমনটাই অভিযোগ টোটোন সাহার। পাল্টা তারা জানতেন মিষ্টির গুণগত মান ভালো নাও হতে পারে, তারপরেও ক্রেতাদের বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ। পরবতীতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। তবে প্রশ্ন হল, শিলিগুড়ির নামধন্য একটি দোকান। আর সেই দোকানের মিষ্টির গুণগত মান এতটা নিম্নমানের কি করে হতে পারে? স্বাভাবিক ভাবেই মিষ্টির গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও মিষ্টির দোকানের মালিকের দাবি, অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন।

বিশ্বভারতী বিদেশি পড়ুয়া অপহরনে নয়া মোড় স্বইচ্ছায় গিয়েছিল দাবি আসামীদের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ শান্তিনিকেতন ইন্দিরাপল্লী ভাড়াবাড়ী থেকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিদেশি পড়ুয়াকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠে দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অপহৃত ছাত্রের নাম পান্না চা মায়ানমারের বাসিন্দা । বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে পিএইচডি করছে। একুশে সেপ্টেম্বর দুপুর দুটো নাগাদ সাত থেকে আটজন দুস্কৃতী গাড়ি নিয়ে ভাড়া বাড়িতে এসে জোরপূর্বক ছাত্রটিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। থানায় মেল করে অভিযোগ দায়ের করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । তিরিশ ঘন্টার মধ্যে অপহৃত পড়ুয়াকে উদ্ধার করে বীরভূম জেলা পুলিশ । বারোজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তেইশে সেপ্টেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, অবৈধ ব্যাবসা সংক্রান্ত লেনদেন কারনে অপহরণ করা হয়েছে । ছাত্রটি যুক্ত ছিল তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ।ওড়িশার তালসারি বিচ থেকে অপহৃত পড়ুয়াকে উদ্ধার করা হয়েছে । দুবরাজপুরের তিনজন,নানুরের একজন এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর,চনডীপুর ও নন্দকুমার থানার আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে । দুটো গাড়ী,অপহৃত ছাত্রের ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। এই মামলার ক্ষেত্রে সিসিটিভি অনেক সাহায্য করেছে । ধৃতদের মধ্যে আজারুদ্দিন মিধা,শেখ আলাউদ্দিন ও আতাউল্লা শেখকে তেইশে সেপ্টেম্বর বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় । চোদ্দো দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। বাকি নয়জনকে বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক । আদালতে যাওয়ার পথে এক অভিযুক্ত বলেন, একষটটি লাখ টাকা নিয়েছিল তারমধ্যে নয় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেরত দেই নাই । টাকা পাবো বলে স্বইচ্ছায় গিয়েছিল । আসামীপক্ষের আইনজীবী বিপদতারন ভট্টাচার্য বলেন, যাদের আসামী করা হয়েছে তারা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয় । অপহৃত ছাত্রের এখনো পর্যন্ত স্টেটমেন্ট নেওয়া হয় নি । ধৃতদের আবার আগামী সাতই অক্টোবর আদালতে তোলা হবে বলে জানা গিয়েছে ।

দুই লরি অবৈধ কয়লা উদ্ধার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ঝাড়খণ্ড থেকে মুশিদাবাদ যাওয়ার পথে ষাটনং জাতীয় সড়কে সিউড়ীর কাছে কয়লাবোঝাই দুটো লরি আটক করে জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় চালক ও খালাসীকে আটক করে লরিসমেত সিউড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। লরি দুটো থেকে মোট ষাট টন কয়লা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

আইএনটিটিইউসির ডাকে মহামিছিল

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ আইএনটিটিইউসির ডাকে সিউড়ি শহরে সোমবার বিকালে মহামিছিল করা হয় । সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ডাকে এই মহামিছিল । পুজোর আগে যাতে অসংগঠিত শ্রমিকরা বোনাস পান । আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য বলেন, কেন্দ্রের বেসরকারিকরনের প্রতিবাদে এই মিছিল । আগামী সাতাশে অক্টোবর রামপুরহাট মহকুমায় করা হবে। চব্বিশে লোকসভা ভোটের জন্য মোদীর বিশ্বকর্মা যোজনা ভাওতাবাজি ।

পাকুয়াহাট এলাকার পোস্ট অফিস নিয়মিত না খোলার অভিযোগ

মালদা ঃ বামনগোলা থানার পাকুয়াহাট এলাকার পোস্ট অফিস নিয়মিত না খোলার অভিযোগ। বিভিন্ন সমস্যার কথা বলে প্রায় দেড় মাস ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে পাকুহাট উপর ডাকঘর।সাধারন মানুষের অভিযোগ পোস্টমাস্টার নিয়মিত সময়ে পোস্ট অফিস খুলেনা এছাড়াও পোস্ট অফিসের বিভিন্ন পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।বিভিন্ন কাজ বন্ধ রাখার পোস্টার সেটা দেওয়া আছে দেওয়ালে।বহুদূরান্ত থেকে সাধারণ মানুষ পোস্ট অফিসে আসছে এবং ঘুরে যাচ্ছে কখনো বলা হচ্ছে পোস্ট অফিসে কোন কাজ হচ্ছে না কখনো বলা হচ্ছে কম্পিউটার খারাপ কখনো আবার বলা হচ্ছে সার্ভার ডাউন রয়েছে এই ধরনের বিভিন্ন কথা বলা হচ্ছে পোস্টমাস্টারের তরফ থেকে। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ প্রশাসনের কাছে বারবার বলা সত্ত্বে তাদের পক্ষ থেকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের তরফ থেকে বলা হচ্ছে লিখিত অভিযোগ করুন।বিভিন্ন এলাকার মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে ঘুরে যাচ্ছেন কোন পরিষেবা নেই সময় মত পোস্ট অফিস খোলা হচ্ছে না বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের।পোস্ট অফিসে বিভিন্ন কাজে জন্য আসা সাধারণ মানুষকে দেড় মাস ধরে হয়রানি করা না হচ্ছে বলে অভিযোগ।এই নিয়ে পাকুয়াহাট পোস্ট অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে সাধারণ মানুষ।এ বিষয়ে পোস্টমাস্টার বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, জানিয়েছেন সার্ভার ডাউন এবং কম্পিউটার খারাপ তাই জন্য বিভিন্ন কাজ বন্ধ রয়েছে এছাড়াও কম্পিউটার মালদা পাঠানো হয়েছে বিভিন্নভাবে অভিযোগ গুলিকে অস্বীকার করেছেন তিনি তুই জানিয়েছেন কাজকর্ম ঠিকঠাকই রয়েছে কিছু সমস্যার জন্য এ কাজ মাঝে মধ্যে বন্ধ হয়ে পরছে।

মালদা মেডিকেল কলেজে কিউবার স্ক্যান পরিষেবা চালু হয়েছে

মালদা ঃ মালদা মেডিকেল কলেজে কিউবার স্ক্যান পরিষেবা চালু হয়েছে। মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতাল ভবনের বিভিন্ন প্রান্তে এই স্ক্যানার কিউবার কোড লাগানো হয়েছে। এন্ড্রয়েড ফোনের গুগলে গিয়ে স্ক্যানার বার থেকে স্ক্যান করলেই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বহির্বিভাগের তথ্য বেরিয়ে আসবে। সেখানেই বহির্বিভাগে চিকিৎসা করানোর যাবতীয় আবেদন করা যাবে। রোগীর নাম ঠিকানা সহ বেশ কিছু তথ্য দিয়ে অনলাইনে আবেদন করলেই বেরিয়ে আসবে টোকন। টোকন নম্বর নিয়ে বর্হি বিভাগের গিয়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। তারপরেই মিলবে চিকিৎসা করার সুযোগ। এই পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রোগীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না লম্বা লাইনে। মোবাইল এর মাধ্যমে নিজেরা সমস্ত কিছু করতে পারবেন। মিলবে চিকিৎসা পরিষেবা। মালদহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন এই কিউবার স্ক্যানার সিস্টেম চালু করার মূল উদ্দেশ্য বহির্বিভাগে ভিড় কমানো। পাশাপাশি রোগীরা যেন সহজেই পরিষেবা পেয়ে যায়, সেই লক্ষ্যে এমন উদ্যোগ। বর্হি বিভাগে চিকিৎসা করাতে আসলেও লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে অনেক সময় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় রোগী ও তার আত্মীয়দের। এতদিন ঘঃটার পর ঘঃটা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। এই পরিষেবা চালু হওয়ায় রোগীদের আর লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না। গত তিনদিন ধরে মালদহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই পরিষেবা চালু রয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ইংরেজবাজার ব্লকের জহুরাতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠন মেলা এবং কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন

মালদা ঃজেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ইংরেজবাজার ব্লকের জহুরাতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠন মেলা এবং কুইজ প্রতিযোগিতার আযে়াজন করা হলো। ইংরেজবাজারের উত্তর ও দক্ষিণ চক্রের মোট নয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পড়ুয়াদের নিয়ে এই আযে়াজন করা হয়। বুধবার সকাল থেকেই জহুরাতরা প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ শহর চক্রের উত্তর ও দক্ষিণ জোনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এই গঠন মেলা এবং কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। সেখানে চারা গাছ লাগিয়ে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। জহুরাতল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য স্কুলের শিক্ষকশিক্ষিকাদের উপস্থিত ছিলেন । প্রাথমিক স্তরের সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বকেয়া টাকা তাড়াতাড়ি পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান স্বাস্থ্যকর্মী ও আশা কর্মীরা

শিলিগুড়ি ঃ বকেয়া টাকার দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হল শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্গর বিভিন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্য কর্মীরা। বুধবার দুপুরে প্রথমে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কের সামনে অবস্থিত পুরনিগমের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ দেখায় স্বাস্থ্যকর্মী এবং আশা কর্মীরা। সেখান থেকে তারা শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয় গিয়ে পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিসদ দুলাল দত্তকে স্বারকলিপি তুলে দেয়। তাদের অভিযোগ কোভিডের সময় থেকে তাদের একাধিক বকেয়া অর্থ রয়েছে, কোভিড ভ্যাকসিনের অর্থ, ইন্সরেন্সের টাকা সহ নানা অর্থ বকেয়া রয়েছে। সেই বকেয়া অর্থ যাতে তাদের প্রদান করা হয় এই দাবি তুলে ধরা হয়।

নির্মাণ কাজ চলায় প্রধান সড়ক বন্ধ, দুর্ভোগে পড়েছেন গুরুত্বপূর্ণ কাজে আসা লোকজন

মাথাভাঙ্গাঃ মাথাভাঙা শহর ঢোকার মুখেই কলেজ মোড় থেকে আব্বাস উদ্দিন সেতু পর্যন্ত রাস্তার কাজ চলায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়েছে এবং নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে অফিস আদালত এমনকি ছাত্রছাত্রী এবং চিকিৎসা করাতে আশা রুগিরা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে কারণ শহর ঢোকার মুখে বাস অটো টোটো এমন কি কোন যাত্রীবাহী গাড়িকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না ফলে দূর দূরান্ত থেকে আসা যাত্রীদের অনেকেই তাদের প্রযে়াজনীয় কাজ করতে যেতে হচ্ছে পায়ে হেঁটে। ফলে তারা চরম দুর্ভোগের শিকারে পরিণত হচ্ছে। এমন কি সরকারি বাস টার্মিনাস থেকে ও ঠিক মতো পাওয়া যাচ্ছে না। এই বিষয়ে যাত্রীদের একাংশের বক্তব্য তাদের কাছে আগাম কোন খবর না থাকায় তারা টার্মিনাসের ভেতরেই বসে রয়েছে গাড়ি ধরবার জন্য এবং এই বিষয়ে বাস টার্মিনাস থেকে বা প্রশাসনিক দিক থেকে তারা আগাম কোন প্রচার শুনতে পাননি।

৪২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শোভা সুব্বা তার ওয়ার্ডে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন, বর্তমানে সুস্থ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওর্য়াডের কাউন্সিলর তথা শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বা। মটরসাইকেলে চেপে আজ ওর্য়াড প্রদক্ষিণ করছিলেন তিনি।সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সাথে ধাক্কা লাগে এবং মাথায় আঘাত লাগে।চোট গুরুত্ব না হলেও সেই সময় আশপাশ থেকে দলীয়কর্মীরা সহ সকলে ছুটে এসে তাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে যায় ।কিন্তু কিছুটা সময় পার হবার পর সোবাদেবীর মাথা চিনচিন করে ব্যাথা করতে থাকে।তখনি সকলে মিলে সেভক রোডের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে আসেন ।সোভা সুব্বা জানান সকল প্রকার পরীক্ষা করবার পর চিকিৎসক জানান ভয়ের কিছু নেই।দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পরতেই বাড়িতে ছুটে আসেন পুর চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী সহ অন্যান্য কাউন্সিলর মেয়র পারিষদেরা।সোবাদেবী আরো জানান মটর সাইকেল থেকে লাফ না মারলে হয়তো বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেত।মেয়র গৌতম দেব ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সকলে ফোন করে খবরাখবর নিয়েছেন ।

বিভিন্ন দলের অর্ধশতাধিক কর্মী বিজেপিতে যোগদান করলেন

শিলিগুড়ি ঃ বুধবার শিলিগুড়িতে বিজেপি আযে়াজিত যোগদান কর্মসূচিতে বিভিন্ন দলের ৫০ জনেরও বেশি কর্মী বিজেপির পতাকা হাতে তুলেছিলেন। মাল্লাগুড়িতে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে এই যোগদান অনুষ্ঠানের আযে়াজন করা হয়। যেখানে বিজেপির জেলা সভাপতি অরুণ মন্ডল দলে যোগদানকারী কর্মীদের হাতে পতাকা তুলে দিয়ে তাদের দলে স্বাগত জানান। বিজেপির জেলা সভাপতি বলেন, যুবকদের যোগদান দলকে শক্তিশালী করবে।

লক্ষাধিক টাকা প্রতারনা দায়ে গ্রেফতার এক প্রতারক

শিলিগুড়ি ঃ জমি দেখিয়ে প্রায় ৮৩ লক্ষ ৯২ হাজার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠলো শিলিগুড়ি খালপাড়ার পঙ্কজ কুমার গুপ্তা নামে এক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে।অভিযোগের ভিত্তিতে এন জে পি থানার পুলিস গ্রেফতার করে ওই প্রতারককে।পুর্বপুরুষের সম্পত্তি, নিজের বলে খালপাড়ার একটি প্রাইভেট কম্পানীর কাছ থেকে প্রায় ৮৪ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারক পঙ্কজ কুমার গুপ্তা।দু বছর পেরিয়ে গেলে জমি ও টাকা কিছুই ফেরত দেয়নি ওই ব্যাক্তি।তার পরেই প্রশাসনের দারস্থ হয় কম্পানীর কর্নধার বেলা আগরওয়াল। অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। জানাগেছে বিন্নাগুড়ি, মান্তাদারি এলাকার একাধিক জমি নিজের জমি বলে বিক্রির চেষ্টা করে প্রতারক পঙ্কজ কুমার গুপ্তা।পরবর্তিতে ওই প্রাইভেট কম্পানী যখন জানতে পারে যে তারা প্রতারিত হয়েছে, তখনই প্রশাসনের দারস্থ হয়। বৃহস্পতিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে তদন্তের স্বার্থে ৭দিনের রিমান্ডের আবেদন জানাবে পুলিশ।

শিলিগুড়ির মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি ভক্তিনগর থানার পরিদর্শনে যান

শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়ির মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি ভক্তিনগর থানার পরিদর্শনে যান।শিলিগুড়ির মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি ভক্তিনগর থানার পরিদর্শনে যান।শিলিগুড়ির মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি ভক্তিনগর থানার পরিদর্শনে যান।শিলিগুড়ির মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি ভক্তিনগর থানার পরিদর্শনে যান।

বুনো হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত মাদারিহাট ব্লকের পূর্ব খয়েরবাড়ি এলাকার সুপারি চাষীরা

আলিপুরদুয়ার ঃ বুনো হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত মাদারিহাট ব্লকের পূর্ব খয়েরবাড়ি এলাকার সুপারি চাষীরা।গতকাল গভীর রাতে জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে প্রায় ৩০ টি হাতির দল পূর্ব খয়েরবাড়ি এলাকায় প্রবেশ করে। হাতির দল এলাকার তিনজন বাসিন্দার প্রচুর সুপারি গাছ ভেঙ্গে দেয়। মাথায় হাত এলাকার সুপারি চাষীদের।বুনো হাতির দল এলাকার বাসিন্দা গীতা শর্মা, হেমলাল শর্মা ও মোতিলাল ওরাঁও এর সুপারি গাছ ভেঙ্গে দেয়।প্রায় দুই ঘণ্টা এলাকায় তাণ্ডব চালিয়ে হাতির দল জঙ্গলে প্রবেশ করে। বনদপ্তর সূত্রের খবর বনদপ্তরের নিয়মাবলী অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্থ দের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

সাতসকালে দক্ষিণ ধুপঝোরার একটি বেসরকারি রিসোর্ট থেকে উদ্ধার হল বিশালাকার অজগর সাপ,অজগরটিকে ছুয়ে দেখলেন অভিনেতা সোহম

জলপাইগুড়ি ঃ সাতসকালে দক্ষিণ ধুপঝোরার একটি বেসরকারি রিসোর্ট থেকে উদ্ধার হল বিশালাকার অজগর সাপ,অজগরটিকে ছুয়ে দেখলেন অভিনেতা সোহম। খবর পেয়ে ধুপঝোরা বিট অফিস থেকে বন কর্মীরা এসে অজগরটিকে নিয়ে যায়। জানা যায় এ দিন সকালে ওই রিসোর্টের কর্মীরা ওই অজগরটিকে দেখতে পায়। অনুমান রিসোর্টের পাশেই থাকা ছোট চা বাগান থেকেই অজগর সাপটি এখানে চলে এসেছে। রিসোর্টটির পাশেই রয়েছে গরুমারা জঙ্গল। ওই রিসোর্টেই প্রধান সিনেমার শুটিং এর জন্য রাত্রিযাপন করছেন অভিনেতা দেব, সোহম সহ অন্যান্যরা। এদিন অজগরের খবর চাউর হতেই অভিনেতা সোহম এসে অজগরটিকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেন। স্বচক্ষে ও নিজ হাতে জঙ্গলের অজগর সাপ দেখে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছসিত সোহম। পরে বন কর্মীরা অজগর সাপটিকে নিয়ে যায়। সেটিকে গরুমারা জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানা যায়।

সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে মক ড্রিল বা মহড়ার ট্রেনিং এর আয়োজন

জলপাইগুড়ি ঃ বন্যা, ভূমিকম্প, ঘুর্ণিঝড়, অগ্নি সংযোগ অথবা জলে কেউ ডুবে গেলে কি করণীয়? তা সেখাতেই জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের নিয়ে মক ড্রিল বা মহড়ার ট্রেনিং এর আয়োজন করা হয়।কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এবং জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সিভিল ডিফেন্স এর পক্ষ থেকে এই মহড়া ট্রেনিং এর আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নিজেরা পড়লে যেমন বাঁচার উপায় শেখানো হয় হাতে কলমে, তেমনি অন্যরা পড়লে কিভাবে সহযোগিতা করা উচিৎ তাও শেখানো হয় এদিন। এই মক ড্রিলে উপস্থিত থাকতে পেরে নবাগত পড়ুয়ারা অনেক খুশি।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

হরদীপ হত্যাকাণ্ড ঘিরে ভারত-ক্যানাডার 'দূরত্ব' বাড়ছে

নয়া দিল্লি ঃ হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যা মামলাকে ঘিরে জটিল হচ্ছে ভারত ও ক্যানাডার সম্পর্ক। ভিসা নিষেধাজ্ঞা, কূটনীতিক ফেরত আনাসহ সব দিক দিয়েই ক্যানাডাকে চাপে রাখার চেষ্টা করছে ভারত।

তবে ক্যানাডার দাবি, পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ নিয়েই তারা ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। অবশ্য হত্যাকাণ্ডে ভারত কীভাবে জড়িত তা এখনো স্পষ্ট হয়নি।

হরদীপ সিং নিজ্জার ভারতে খালিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করছেন এমন অভিযোগ তুলে ২০২০ সালে তাকে 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দেয় ভারত। খালিস্তান আন্দোলনের মূল দাবি, শিখদের জন্য স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভারতের বাইরে সবচেয়ে বেশি শিখ ধর্মাবলম্বীদের বাস ক্যানাডাতেই। প্রতি বছর অনেক ভারতীয় শিক্ষার্থীও উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ক্যানাডায় যান। ভারত-ক্যানাডার মধ্যে চলমান উত্তেজনা ভারতে বসবাসরত শিখ, ক্যানাডায় বসবাসরত শিখ ছাড়া অনেক ভারতীয় এবং ক্যানাডায় যেতে ইচ্ছুক ভারতীয়দের চিন্তায় ফেলেছে। ইতিমধ্যে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ক্যানাডায় বসবাসরত ভারতীয়দের সতর্ক করে বলেছে, ক্যানাডায় সম্প্রতি ভারতবিরোধী কর্মকাণ্ড বাড়ছে, এই পরিস্থিতিতে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

এদিকে ক্যানাডার নাগরিক আরেক শিখ নেতা ও আইনজীবী গুরপটওয়ান্ত সিং পান্নুর ভারতে থাকা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ভারত সরকার। পান্নু সম্প্রতি এক ভিডিওতে ক্যানাডায় বসবাসরত হিন্দুদের ভারতে ফিরে যেতে বলেন। তার মতে, ভারতীয়রা চরম মনোভাব নিয়ে ভারত কর্তৃপক্ষের সমর্থন করছেন। পরে ভারতের এক নিউজ চ্যানেলে তার একটি সাক্ষাৎকার সম্প্রচারিত হয়, সেখানেও তিনি একই বক্তব্য রাখেন। সাক্ষাৎকারটি প্রচারিত হবার পর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে চ্যানেলটিকে সতর্ক করা হয় ও ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ চণ্ডীগড়ে পান্নুর একটি বাড়ি বাজেয়াপ্ত করে।

বর্তমানে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাতিসংঘের সাধারণ সম্মেলন। মঙ্গলবার সেখানে বক্তব্য রাখার কথা দুই দেশের প্রতিনিধিদের। সেখানেও উত্থাপিত হতে পারে বিষয়টি। ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগের সপক্ষে আন্তর্জাতিক মহলে এখনো সেভাবে সাড়া মেলেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা দেশগুলি জানিয়েছে, তারা এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন, ভারতকে সরাসরি দায়ী করে কেউই কিছু বলেনি।

ইটালির 'মাফিয়া বস' মেসিনার হাসপাতালে মৃত্যু

ঢাকা ঃ ৩০ বছর পালিয়ে থাকার পর পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া ইটালির 'মাফিয়া বস' মাত্তিও মেসিনা দেনারো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে সোমবার এ তথ্য জানায় রয়টার্স। খবরে বলা হয়, কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ইটালি দক্ষিণের সিসিলি দ্বীপের এই মাফিয়া নেতা। কয়েক দশক ধরে ইটালির মাফিয়া জগতে আধিপত্য বিস্তার করা মেসিনোকে আইনজীবীরা অবশ্য পশ্চিম সিসিলির কোসা নস্ত্রা মাফিয়া দলের প্রধান হিসেবেই বর্ণনা করছেন। খুব অল্প বয়স থেকে মাফিয়া দলের সাথে জড়িয়ে পড়েন মেসিনা দেনারো। একবার নাকি তিনি বলেছিলেন যে, তার হাতে নিহত ব্যক্তিদের দিয়ে একটি কবরস্থান ভরে ফেলা যাবে।

বছরের পর বছর ধরে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলেও এই 'মাফিয়া বস' ছিলেন পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তার উল্লেখযোগ্য অপরাধকর্মগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৯৯২ সালে মাফিয়াবিরোধী আইনজীবী গিওভানি ফালকোনে এবং পাওলো বোরসিলেনাকে হত্যা। ওই হত্যাকাণ্ডের পর সিসিলিয়ান মাফিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ধরপাকড় চালায় পুলিশ।

১৯৯৩ সালে ইটালির মিলান এবং ফ্লোরেন্সে বোমা হামলার সাথেও জড়িত ছিলেন এই মাফিয়া বস। সেই ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন ১০জন। গিওসেপ্পে দি মাত্তেও নামে ১২ বছরের এক শিশুকে অপহরণও করেছিলেন মেসিনো। ওই শিশুর বাবা যেন মাফিয়াদের বিরুদ্ধে আদালতে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ না করেন সেজন্য তাকে অপহরণ করা হয়। শেষ পর্যন্ত শিশুটিকে হত্যা করে মেসিনোর মাফিয়া বাহিনী।

তার বিষয়ে তথ্য প্রকাশিত হতে থাকলে ১৯৯৩ সালে গোপন স্থানে চলে যান মেসিনো।

তাকে 'লাস্ট গডফাদার' আখ্যা দিয়েছে ইটালির সংবাদমাধ্যম। সিসিলির রাজধানী পালেরমোর একটি বেসরকারি হাসপাতালে গত ১৬ জানুয়ারি পুলিশের হাতে আটক হলেও মাফিয়াদের বিষয়ে কোনো তথ্য দেননি তিনি।

ইটালির গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ২০২০ সালে এবং ২০২২ সালে দুইবার তিনি অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন। পুলিশের চোখ এড়াতে সেই সময় তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে চিকিৎসা নিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে তার স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হয়।

সিসিলির কাস্তেলভেত্রানো শহরে ১৯৬২ সালে জন্ম নেন এই মাফিয়া নেতা। তার বাবাও ছিলেন মাফিয়া। ছোটবেলা থেকেই বাবাকে অনুসরণ করতে থাকেন তিনি। ১৫ বছর বয়সে অস্ত্র হাতে যোগ দেন মাফিয়াদের দলে। পুলিশ জানায়, ১৮ বছর বয়সে তিনি প্রথম হত্যাকাণ্ড ঘটান।

অসংখ্য মামলায় অভিযুক্ত মেসিনা দেনারোকে যাজ্জীবনর কারাদণ্ড দিয়েছিল আদালত।

বিয়ে না করা মাফিয়া বসের বেশ কয়েকজন প্রেমিকা ছিল বলে জানা গেছে। নিজের একটি কন্যা থাকলেও তার সাথে কখনো দেখা হয়নি বলে খবরে জানানো হয়।

'মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসতে পারে গণমাধ্যমও'

ঢাকা ঃ ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস বলেছেন, গণমাধ্যমও মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় যুক্ত হতে পারে।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাধাদানকারীদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস বলেছেন গণমাধ্যমও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় যুক্ত হতে পারে।

একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের কার্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে রোববার দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ তথ্য বলেন।

পিটার হাস বলেন, ''গণতান্ত্রিক নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় যারাই বাধা দেবে - সরকারিপন্থি, বিরোধী দল, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, বিচারবিভাগের সদস্য কিংবা গণমাধ্যমকর্মী, সবার বিরুদ্ধেই ভিসা নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ হবে।''

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাধাদানকারীদের পরিবারের সদস্যরাও ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওয়তায় আসতে পারেন বলে মন্তব্য করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

তবে ঠিক কত জনের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলেননি তিনি। পিটার হাস বলেন, ''এখানে সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, বার্তাটিই গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থেই আমরা এটা করেছি। তবে ভিসা নীতি কোন স্বাধীন দেশের ওপর হস্তক্ষেপ নয়।''

বাংলাদেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতেই যুক্তরাষ্ট্র এই ভিসা নিষেধাজ্ঞার নীতি প্রয়োগ করছে বলে মন্তব্য করেন পিটার হাস।

যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট শুক্রবার এক বিবৃতিতে জানায়, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় বাধাদানকারীদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

নিষেধাজ্ঞার আওতায় বাংলাদেশের আইন প্রয়োগেকারী সংস্থার সদস্য, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যরা আছেন বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার ক্ষেত্রে আরও যারা দায়ী বা জড়িত বলে প্রমাণিত হবে, ভবিষ্যতে তাদের বিরুদ্ধেও ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতে পারে।

যুক্তরাজ্যে হত্যা মামলার প্রতিবাদে সশস্ত্র পুলিশের কর্মবিরতি

লন্ডন ঃ কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে গুলি করে মারার পর খুনের মামলা পুলিশের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে সশস্ত্র ডিউটিতে নেই একশ জন অফিসার। লন্ডনে পুলিশ অফিসারদের এই সিদ্ধান্তের পরেই সেনাকে স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়েছে। একশ জন পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, যেহেতু তাদের সহকর্মীর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে, তাই অস্ত্রসহ ডিউটিতে তারা যোগ দেবেন না।

যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা নির্দিষ্ট কিছু কাজে পুলিশকে সহায়তা করবে। প্রধাণত সন্ত্রাস বিরোধী কাজের ক্ষেত্রে তারা এই সহায়তা করবে। লন্ডনে এর জন্য বিশেষ সশস্ত্র পুলিশ অফিসাররা আছেন, যারা এখন কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন।

যুক্তরাজ্যে সব পুলিশের হাতে অস্ত্র থাকে না। যাদের হাতে অস্ত্র থাকে, তারা বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত পুলিশ অফিসার। মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, একশজনের মতো পুলিশ অফিসার এই অস্ত্রসহ ডিউটিতে যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ২৪ বছর বয়সি কৃষ্ণাঙ্গ যুবক ক্রিস কাবার মৃত্যু হয়েছিল পুলিশ অফিসারের গুলিতে। যে পুলিশ অফিসারের গুলি লেগে তার মৃত্যু হয়, তার নাম জানানো হয়নি। তাকে বলা হচ্ছে এনএক্স ১২১।

কাবা দক্ষিণ লন্ডনে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাকে পুলিশ গুলি করে। একটা গুলিতেই তার মৃত্যু হয়।

কাবার কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না। পরে অভিযোগ ওঠে, এটা হলো বর্ণবাদী ঘটনা।

পরে ওই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা করা হয়। কাবার পরিবার তাকে স্বাগত জানায়। ওই অফিসার শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছেন। আগামী বছর তাকে মামলার মুখোমুখি হতে হবে।

পুলিশ অফিসারদের এই সিদ্ধান্তের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রেভারম্যান বলেছেন, ''পুলিশ অফিসারদের সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মতো কম সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।''

পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্রথমে বেশ কয়েকজন অফিসার সশস্ত্র ডিউটিতে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। তারপর এই সংখ্যাটা সমানে বাড়ছে।

মুখপাত্র জানিয়েছেন, পুলিশ অফিসাররা উদ্বিগ্ন। তারা দেখতে চান, কীভাবে এই সিদ্ধান্ত তাদের ও তাদের পরিবারের উপর প্রভাব ফেলবে। তারা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে এরকম পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় তারা রীতিমতো উদ্বিগ্ন।

সেনাকে এখন পুলিশের কিছু কাজ করার জন্য ডাকা হয়েছে। কিন্তু তারা পুলিশের কিছু নির্দিষ্ট কাজ করতে পারবেন না। কারণ, তাদের কাউকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা নেই।

২০২০ সাল থেকে পুলিশের গুলিতে কাবাসহ আটজনের মৃত্যু হয়েছে। সাধারণত কেউ ছুরি বা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলে পুলিশ গুলি চালায়।

যুক্তরাজ্যে তাই পুলিশের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগে মামলাও খুবই বিরল ঘটনা। ২০২১ সালে একজন পেশাদার ফুটবল প্লেয়ারকে হত্যার দায়ে এক কনস্টেবলের ছয় বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। উত্তপ্ত তর্কবিতর্কের পর ওই কনস্টেবল শটগান ব্যবহার করে ও ফুটবলারের মাথায় লাথি মারে।

জার্মানিতে ৩২ বছর পরও চলছে আশ্রয়প্রার্থী হত্যার বিচার

বার্লিন ঃ ১৯৯১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ভোরে জার্মানির এক আশ্রয়কেন্দ্রে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ঘানার ২৭ বছর বয়সি আশ্রয়প্রার্থী স্যামুয়েল ইয়েবোয়াহ মারা যান।

তাকে হত্যার মামলায় গতবছর এপ্রিলে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর গত নভেম্বর থেকে তার বিরুদ্ধে মামলা চলছে। আগামী মাসে রায় হতে পারে। দুই জার্মানির পুনরেকত্রীকরণের পর ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যেজার্মানিতে আশ্রয়প্রার্থীরা অন্তত ১,২৫০টি অগ্নিসংযোগের ঘটনার শিকার হন। পুলিশ ও অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের বরাতে এই তথ্য জানান জার্মানিতে ডানপন্থি, বর্ণবাদী ও অ্যান্টিসেমিটিক সহিংসতার শিকারদের কাউন্সেলিং সেবা দেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর সমিতির কর্মকর্তা হাইকে ক্লেফনার। স্যামুয়েল ইয়েবোয়াহ এমনই এক হামলায় মারা যান। সারলান্ড রাজ্যের সারলুই শহরের এক আশ্রয়কেন্দ্রে তিনি থাকতেন। সেখানে ঘানা ছাড়াও নাইজেরিয়া, আইভরিকোস্ট, মৌরিতানিয়া, সুদান ও বলকান অঞ্চলের আশ্রয়প্রার্থীরা ছিলেন। হামলার পর পুলিশ প্রথমে অগ্নিসংযোগ থেকে বেঁচে যাওয়াদের জেরা করেছিল। হামলার পেছনে মাদক কেনাবেচা ও সংগঠিত অপরাধের বিষয় জড়িত থাকতে পারে বলে প্রথমে সন্দেহ করেছিল পুলিশ। হামলার বেশ কয়েকদিন পর পুলিশ সারলুই শহরের নব্য নাৎসি সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। তবে একবছর পর তদন্ত বন্ধ করে দেয় পুলিশ। ২০০৭ সালে এক বারবিকিউ অনুষ্ঠানে পিটার এস. নামের এক ব্যক্তি এক নারীকে ১৯৯১ সালের হামলার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, ''ওটা আমি ছিলাম, তারা আমাকে কখনও ধরেনি।'' এরপর ২০১৯ সালে ঐ নারী যখন জানতে পারেন যে, ঐ হামলায় একজন মারা গিয়েছিলেন তখন ঐ নারী বিষয়টি পুলিশকে জানান। পুলিশ তখন তদন্ত শুরু করে। পরে গতবছর এপ্রিলে পিটার এস.কে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট ও বর্ণবাদী বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে হত্যা, হত্যার চেষ্টা ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে গত নভেম্বরে বিচার শুরু হয়েছে এবং এখন তা চলছে। আগামী মাসে মামলার রায় দেয়া হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে একই হামলায় জড়িত সন্দেহে আরও দুজনের বিরুদ্ধে তদন্ত করে গত জুনে আরেকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা ঃ পুলিশ, প্রশাসন, বিচার বিভাগে প্রভাব

ঢাকা ঃ সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দল ছাড়াও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সামনে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে বিচার বিভাগের সদস্যদের উপরও। কী বলছেন সংশ্লিষ্টরা? বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে নিষেধাজ্ঞার আওতায় বাহিনীর কোন সদস্যরা আছেন তা তাদের জানা নেই। এর তেমন কোন প্রভাব আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপর পড়বে না বলে দাবি তাদের। বিশ্লেষকরা মনে করেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যক্তির উপর মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেশের জন্য লজ্জাজনক। কিন্তু নির্বাচন, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি তৈরির জন্য সরকার ও প্রশাসনেরও দায় আছে। মার্কিন ভিসা নীতির পরও যদি সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করা না হয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র আরো চাপ বাড়ানোর সুযোগ পাবে। শুক্রবার বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যক্তির উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। নাম উল্লেখ না করলেও নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসা ব্যক্তিরা বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের সদস্য বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে ২০২১ সালে মানবাধিকারের লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র‍্যাব এবং বাহিনীটির সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়। অতিরিক্ত হিসেবে তৎকালীন পুলিশ প্রধান বেনজীর আহমেদের ক্ষেত্রে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। নতুন করে নিষেধাজ্ঞায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর কী প্রভাব পড়বে তা নিয়ে আলোচনা চলছে। এ বিষয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে রোববার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, ''তাদের দেশে (যুক্তরাষ্ট্র) তারা কাকে যেতে দেবেন, আর কাকে দেবেন না, সেটা তাদের ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমাদের কোনো মন্তব্য নেই, বলারও কিছু নেই।'' কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত কিছু ব্যক্তির নাম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ''এখন পর্যন্ত কাকে নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলো আমরা জানি না।'' তবে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার (জনসংযোগ) মো. ফারুক হোসেন বলেন, ''মার্কিন ভিসা নীতি পুলিশের কাজের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। পুলিশ মানবাধিকার রক্ষা করেই তাদের দায়িত্ব পালন করে। আইনের মধ্যে থেকেই পুলিশ দায়িত্ব পালন করে যাবে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় পুলিশকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় যে দায়িত্ব দেবে পুলিশ তা যথাযথভাবে পালন করবে। ভিসা নিষেধাজ্ঞায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের কথা উল্লেখ করা হলেও তারা কারা সেই তথ্য পুলিশের কাছে নেই বলে জানান তিনি। বলেন, ''কোন কোন সদস্যের বিরুদ্ধে এটা প্রয়োগ করা হয়েছে তার তালিকা কিন্তু আমরা পাইনি। এখন সেখানে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা থাকতে পারে। অন্য কোনো বাহিনীর সদস্য থাকতে পারে। অথবা এখন দায়িত্বরত কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা অন্য কোনো বাহিনীর সদস্য থাকতে পারে।'' যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী, ভিসা নিষেধাজ্ঞা ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করা হয় না বলে জানিয়েছে বাংলাদেশে মার্কিন দূতাবাস। পুলিশের সাবেক আইজি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নুর মোহাম্মদ বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, ''পুলিশের ওপর রাজনৈতি চাপ থাকে। কিন্তু তাদের পেশাদারিত্ব বজায় রেখে কাজ করতে হয়। কিন্তু কেউ যদি এর বাইরে গিয়ে কাজ করেন তাহলে সেটা তো তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে দায় তো তার। যুক্তরাষ্ট্রে পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে নিষেধাজ্ঞা থাকা ব্যক্তিরা ও তাদের পরিবারের নিকটাত্মীয়রা দেশটিতে প্রবেশের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ফারুক হোসেন জানান, বাংলাদেশ পুলিশে দুই লাখেরও বেশি সদস্য। তার প্রশ্ন, ''তাদের কতজন অ্যামেরিকায় যেতে চান? খুবই নগন্য সংখ্যায় অ্যামেরিকায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখে বা তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠানোর চিন্তা করে। সেই বিবেচনায় আমরা মনে করি এই ভিসা নীতির কোনো প্রভাব বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর ওপর পড়বে না। পুলিশ বাহিনির কাজের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না।'' পুলিশ বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক বক্তব্যে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলেও প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্টরা বলছেন এ নিয়ে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ তা প্রকাশ করতে চান না। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে বিবৃতি সামনের দিনে বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্টদের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা অনেককেই অবাক করেছে। তবে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার ওমর ফারুক মনে করেন, পুলিশ যেমন রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা নেয় তেমনি আদালতও একই দোষে দুষ্ট। তিনি বলেন, বিরোধী নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলা। মৃত ব্যক্তিদের মামলায় আসামি করা হয়। যাদের বাদি করা হয় তারা জানেনই না যে তারা মামলার বাদি। তাদের কেউ বিদেশেও আছেন। তাহলে পুলিশ যে রাজনৈতিক পারপাজ সার্ভ করে সেটা বুঝতে তো আর অসুবিধা থাকার কথা নয়। তিনি আরো বলেন, ''নতুন প্রধান বিচারপতি বলেছেন, বাংলাদেশে এমন কোনো বিভাগ নাই যেখানে আস্থার সংকট নাই। খালেদা জিয়ার ইরেগুলারিটি-এর জন্য নিম্ন আদালতে পাঁচ বছরের কারাদন্ড হয়েছে। দণ্ডের পর এই ধরনের মামলায় উচ্চ আদালত জামিন দেয়। তাকে দেয়া হচ্ছে না। বিরোধী নেতা-কর্মীরা জামিন পান না। এখানে আদালতকে তাহলে আপনি কী বলবেন? প্রশ্ন এই আইজীবীর।

সম্পাদকীয়

খালিস্তানিদের যে কারণে এড়াতে পারেন না ট্রুডো

কানাডার মাটিতে একজন শিখ নেতার হত্যাকাণ্ড ইস্যুতে ভারত ও কানাডার মধ্যে পাল্টাপাল্টি কূটনীতিক বহিষ্কারের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় চলছে। শিখ নেতা হরদ্বীপ সিং নিজ্জর খুনের পেছনে নরেন্দ্র মোদির সরকারের হাত থাকার 'বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ' পাওয়া গেছে বলে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো দাবি করার পরই এই সংকট ঘনীভূত হয়। ভারতের পাঞ্জাবকে শিখদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা নিজ্জরকে গত ১৮ জুন ব্রিটিশ কলম্বিয়ার একটি সংস্কৃতি কেন্দ্রের বাইরে গুলি করে হত্যা করা হয়। খালিস্তান আন্দোলনের বিষয়টি দীর্ঘদিন আলোচনার বাইরে থাকলেও নিজ্জর হত্যাকাণ্ডের জের ধরে এই প্রসঙ্গ পূর্ণমাত্রায় ফিরে এসেছে। 'খালিস্তান' অর্থ 'পবিত্রভূমি'। শিখ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে 'খালসা' বলা হয়। এটিও 'খালিস্তান' নামকরণের পেছনের একটি কারণ। উত্তর ভারতের এক কোটি ৮০ লাখ শিখের আবাসভূমি পাঞ্জাবকে শিখ সম্প্রদায় স্বাধীন ভূখণ্ড হিসেবে দেখতে চায়। ভারতের বাইরে, বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বাস করা ৮০ লাখ শিখও এই দাবিকে সমর্থন করে যাচ্ছেন। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য

পৃথক রাষ্ট্র করার ধারণা নিয়ে দেশ ভাগ করার অনেক আগে থেকেই শিখ সম্প্রদায় নিজেদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার আন্দোলন করে আসছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, মুসলমানদের জন্য যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, সেভাবে তাঁদের জন্যও 'শিখিস্তান' কিংবা 'খালিস্তান' নামের একটি ভূখণ্ড দেওয়া হোক। যেহেতু পাঞ্জাবেই তাদের মূল আবাস, সেহেতু সেখানেই তাঁরা তাঁদের সেই স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু ভারতের দিক থেকে এই ধারণার বিষয়ে আপত্তি তোলা হয়ছিল। সে সময় পাঞ্জাবকে এমনভাবে দুই ভাগ করা হয়েছিল যাতে তার এক ভাগ পাকিস্তানে পড়ে আর এক ভাগ ভারতে পড়ে। এর ফলে শিখদের অখণ্ডতাকেও বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু শিখরা তাদের রাজনৈতিক চিন্তা ও দাবির জায়গা থেকে সরেননি। কারণ তাঁদের কেন্দ্রীয় বিশ্বাসের ভিত্তি হলো, শিখদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতাদর্শ একে অপরের পরিপূরক। তাঁদের বিগত পাঁচ শ বছরের ইতিহাসে তাঁরা মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ঔপনিবেশিক আমলে তাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছেন। ১৯৬০-এর দশকে শিখ আন্দোলনের পুনর্জাগরণ হয় এবং তারা পাঞ্জাব রাজ্যের সীমানা পুনরায় নির্ধারণ করে সেটিকে অখণ্ড পাঞ্জাব হিসেবে গড়ে তুলে সেখানে তাঁদের জন্য আলাদা রাজ্য গঠনের দাবি তোলেন। তাঁদের আন্দোলন আংশিক সফল হয়েছিল এবং তাঁদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার পাঞ্জাবি সুবা গঠন করেছিল। পাঞ্জাবি সুবার সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল পাঞ্জাবি ভাষাভাষীদের (যাদের বেশির ভাগই ছিল শিখ সম্প্রদায়ের) বসতি এলাকার ভিত্তিতে। পুনর্গঠিত পাঞ্জাবে এখন যারা বাস করেন তাঁদের ৫৮ শতাংশ শিখ সম্প্রদায়ের। ১৯৮০ এর দশকে ভারত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা 'খালিস্তান' রাষ্ট্রের ধারণা নিয়ে শিখদের নতুন আন্দোলন শুরু হয়। ওই সময় অনেক শিখ নেতা সশস্ত্র আন্দোলনে যুক্ত হন কারণ তাঁরা শিখদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র চাচ্ছিলেন। শিখ সংখ্যাগুরু ভারতীয় রাজ্য তাঁদের চাওয়া ছিল না। ওই সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে শিখ মিলিশিয়াদের সংঘাতে কয়েক হাজার প্রাণহানি ঘটেছিল। ১৯৮৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে অপারেশন ব্লু স্টার পরিচালনা করা হয়। সেই অভিযানে খালিস্তান আন্দোলনের শীর্ষ নেতা জারনেইল সিং বিন্দারানওয়ালেসহ বহু শিখ নেতা নিহত হন। এই ঘটনায় শিখদের ক্ষোভ চূড়ান্ত মাত্রায় রূপ নেয়। এর কিছুদিন পরই ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁর দুই শিখ দেহরক্ষী গুলি করে হত্যা করেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতে শিখদের আন্দোলন কার্যক্রম আবার ঘনীভূত হচ্ছে এবং ভারত সরকার আবার ১৯৮০ এর দশকের মতো সহিংসতা ফিরে আসার শঙ্কা করছে। সেই ধরনের সমস্যা যাতে মহিরুহ হওয়ার আগে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেওয়া যায়, সে কারণে নরেন্দ্র মোদি আন্দোলনকে দানা পাকানোর আগেই শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

মাতৃভক্ত,সমাজ সংস্কারক,লেখক ও বাংলা ভাষার জনক ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

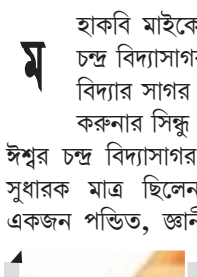

সুনীল কুমার দে
প্রাবন্ধিক

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত,ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্মন্ধে বলেছেন,, বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে, করুনার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু একজন সমাজ সুধারক মাত্র ছিলেন না,তিনি ছিলেন একজন পন্ডিত, জ্ঞানী,দয়ার সাগর,বিদ্যার সাগর,একজন, তেজস্বী, সাহসী, মাতৃভক্ত, বাংলা ভাষার জনক,ও বহুমুখী ব্যক্তিত্বের ধনবান ও প্রতিভাশালী মহাপুরুষ।স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরে সবথেকে বেশি মানতেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কে। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে হয়েছিলো ১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর।তাঁর বাবার নাম ছিলো ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মায়ের নাম ছিলো ভগবতী দেবী।তাঁর পত্নীর নাম ছিলো দিনমনি দেবী।তাঁর দুই ছেলে ছিল যথা , নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন ও নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজ এ পড়া শুনা করেছিলেন।তিনি বাল্যকাল থেকে প্রচন্ড মেধাবী ছিলেন।গরিবের সংসার তাই খুব কষ্টে লেখাপড়া করতে হয়েছিলো ও মানুষ হতে হয়েছিলো।তিনি বাল্যকাল থেকেই অন্ধবিশ্বাস,গোঁড়ামি ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন।পরবর্তী কালে তিনি বাল্য বিবাহ প্রথা দূর করেছিলেন ও বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করেছিলেন।তিনি নারী শিক্ষার ও খুব সমর্থক ছিলেন।গরিবের প্রতি খুব দয়া ও করুনা ছিলো।তিনি তাঁর চাকুরীর অর্থ বেশির ভাগ গরিবের সেবায় লাগিয়ে দিতেন। সেজন্য তাঁর নাম হয়েছিলো দয়ার সাগর। তিনি বাংলা ও সংস্কৃতের অনেক বড় পণ্ডিত ছিলেন।তিনি১৮৪৭ সালে পঞ্চ বিংশতি ,১৮৫০ সালে জীবন চরিত,১৮৫১ সালে বোধোদয়, ১৮৫৪ সালে বর্ণ পরিচয় ও ১৮৬০ সালে সীতার বনবাস বই রচনা করেছিলেন।এ ছাড়াও তিনি সংস্কৃত ভাষাতে ব্যাকরনের পুস্তক রচনা করেছিলেন।অগাধ পান্ডিত্যের জন্য তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধি দেওয়া হয়েছিলো।তিনি প্রচন্ড মাতৃভক্ত ছিলেন।একবার মা অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে দেখার জন্য স্কুলে ছুটি না পাওয়ায়,চাকুরীতে পদত্যাগ করেছিলেন ও দামোদর নদী সাঁতার কেটে পার হয়েছিলেন।তিনি অন্যায় কে সহ্য করতে পারতেন না। যাকে যেমন তাকে তেমন ব্যবহার করতেন।তিনি কখনো ইংরেজদের ভয় করতেন না,তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন।এই সব বহুমুখী

ব্যক্তিত্বের জন্য তাঁকে বাংলার নব জাগরণের দূত বলা হতো।এছাড়াও তিনি একজন দার্শনিক,শিক্ষাবিদ,অনুবাদক,মুদ্রক, প্রকাশক, উদ্যমী ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন।এ ছাড়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কে বাংলা ভাষার জনক বলা হয়।তাঁর রচিত বর্ণ পরিচয় পড়েই আমরা বাংলা ভাষা শিখেছি। অনেকেই মনে করেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ভগবান কে মানতেন না।তিনি নাস্তিক ছিলেন।একথা কখনই সত্য নয়।তিনি পত্র লেখার সময় প্রথমে শ্রীশ্রীহরি শরণম লিখতেন।তিনি আসলে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, কুপ্রথা কে মানতেন না তাই অনেকেই তাঁকে নাস্তিক বলে জানতো।ভেতরে কিন্তু তিনি ঈশ্বর কে মানতেন তা না হলে রামকৃষ্ণ দেবের মতো অবতার পুরুষ তাঁকে দেখার জন্য তাঁর কাছে ছুটে যেতেন না,পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা করতেন না।কথা প্রসঙ্গে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ঠাকুর কে জিজ্ঞেস করলেন, ব্রহ্ম কি।
ঠাকুর তখন বলেছিলেন, ব্রহ্ম কি তা মুখে বলা যায় না। সব কিছু উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নি।কারন ব্রহ্ম কি তা কেউ সঠিক ভাবে বলতে পারে নি।বিদ্যাসাগর মহাশয় ঠাকুরের কাছে ব্রহ্ম সম্মন্ধে এই কথা শুনে বলে ছিলেন, বা,সুন্দর কথা তো,ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নি।আজ একটা নুতন কথা শিখলাম।ভাবুন কোথায় মহাপণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর আর কোথায় একজন নিরক্ষর কালী মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ।তিনি আজ তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করলেন।এ জন্যই ইনি এত মহান।কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এমন সব মহাপুরুষ দের বিষয়ে আমাদের নুতন প্রজন্ম কিছুই জানে না বা জানতে দেওয়া হয় না।আপনারাই বলুন আমাদের ছেলে মেয়েরা কি করে প্রকৃত মানুষ হবে।তাদের সামনে কোনো আদর্শই নেই।
তাঁর শুভ জন্মদিনে ঐ মহাপুরুষের চরনে কোটি কোটি প্রনাম জানাই আর সাথে সাথে অনুরোধ করি সকল মা বাবাদের কাছে আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদের কে এই মহামানবের জীবনী ও আদর্শ তুলে ধরুন কারন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী থেকে অনেক কিছু শেখার আছে ও জানার আছে।সেই ক্ষণ জন্মা মহাপুরুষ কলকাতায় ১৮৯১ সালের ২৯ শে জুলাই দেহত্যাগ করেন।শেষ জীবন তাঁর খুব দুঃখের ছিলো।আজ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তাঁর কর্ম ও কীর্তি অমর হয়ে রয়েছে ও থাকবেও চিরকাল।

ভারতবর্ষ গৈরিক পতাকার দেশ

সুনীল কুমার

ভারতবর্ষ গৈরিক পতাকার দেশ। অনন্তকাল ধরে উড়ে আসছে এ দেশে গৈরিক পতাকা।গৈরিক হলো ত্যাগের প্রতীক।ত্যাগ ও সেবাই হলো এদেশের পথ।নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণ ই হলো এ দেশের আদর্শ।বসুধাইবো কুটুম্বকম হলো এ দেশের মূল মন্ত্র। সর্বে ভবন্তু সুখীন ,সর্বে সন্তু নিরাময়া হল এ দেশের প্রার্থনা। তাই লাল কালো পতাকা এ দেশের কোনোদিন আদর্শ হবে না।এ দেশ রাম,কৃষ্ণ, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণের দেশ। এ দেশ বুদ্ধ ,নানক ,শংকরাচার্জের দেশ।এ দেশ বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ, প্রণবানন্দ, নিগবানন্দ, লোকনাথ,প্রভৃতি সন্ন্যাসীদের দেশ। এ দেশ, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামাখেপা, ত্রৈলঙ্গ স্বামী পাওবারি বাবা প্রভৃতি সাধকদের দেশ।এ দেশে তাই ভোগবাদ ও নাস্তিক বাদ চলবে না।এদেশে চিরদিন ভক্তিবাদ ও অধ্যাত্মবাদ থাকবে।যারা এর উপর আঘাত হানার চেষ্টা করবে তাদের পতন অবধারিত।তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন, এ দেশে শিব ঠাকুর ষাঁড় এ চড়ে ঘুরে বেড়াবেন,মা কালি পাঁঠা খাবেন ও কৃষ্ণ ঠাকুর বাঁশি বাজাবেন চিরকাল।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যেদিন ভারত তার

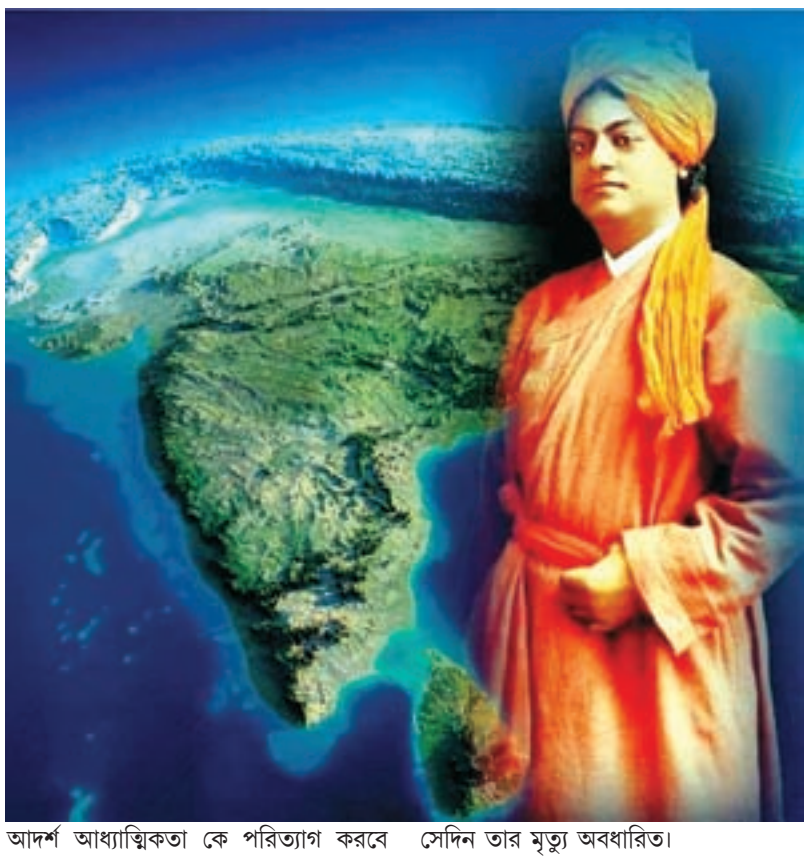

আদর্শ আধ্যাত্মিকতা কে পরিত্যাগ করবে সেদিন তার মৃত্যু অবধারিত।

সাময়িকী

শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি কতটা 'ঘুরে দাঁড়াল'

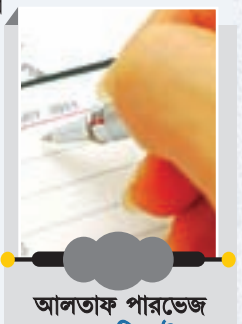

আলতাফ পারভেজ
কলামিস্ট

শ্রীলঙ্কা থেকে গত বছরের মাঝামাঝি শুধু আর্থিক দুর্দশা আর গণআন্দোলনের খবর আসছিল। কিন্তু এখন গণমাধ্যমে উঠে আসছে দেশটির 'ঘুরে দাঁড়ানো' আর 'প্রবৃদ্ধির ধারায় ফেরা'র গল্প। শ্রীলঙ্কার এসব গল্প সত্যি হলে লঙ্কার শাসকদের জাদুবিদ্যা বিস্তারিত জানার দরকার আছে। প্রশ্ন হলো, শ্রীলঙ্কায় কি সত্যি সত্যি সুদিন আসছে? বেদনায় ভরা অতীত থেকে কতটা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে তারা?

শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংক যা বলছে

পর্যটকের চোখ দিয়ে কোনো জনপদকে দেখলে সমস্যা থেকেই যায়। বগা লেক বা সাজেকে দু'এক রাত কাটিয়ে যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামকে বোঝা সম্ভব নয়, তেমনি দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেন দেখে নেপালিভাষী গুর্খাদের পৃথক রাজ্যের দাবির পূর্বাপরও বোঝা কঠিন। শ্রীলঙ্কা নিয়েও পর্যটকসুলভ ভাষ্যগুলোয় বিভ্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আছে। একনায়কশাসিত দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় তথ্যউপাত্ত সব সময় নিরপেক্ষ সূত্রে যাচাই করা ভালোবিশেষ করে যাঁরা ভবিষ্যতে বোকা বনতে চান না। এত সব সতর্কবাণীর পরও আমরা শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ উপাত্তে ভরসা রাখলে দেখব, সে দেশে বর্তমান আর্থিক বছরের প্রথম তিন মাসে ১১ দশমিক ৫ শতাংশ নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এর আগের তিন মাসে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি ছিল ১২ দশমিক ৫ শতাংশ। তারও আগের তিন মাসে ছিল ১১ দশমিক ৫ শতাংশ। ৯ মাসের এমন চিত্রে 'ঘুরে দাঁড়ানো'র প্রবল কোনো ইঙ্গিত নেই। যে কেউ 'সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলঙ্কা'র ওয়েবসাইটে গিয়ে এসব উপাত্ত দেখতে পারেন। সেখানে বেকারত্বের হিসাবের ঘরে গত বছরের তথ্যই রয়েছে৪ দশমিক ৭ শতাংশ। তবে শ্রীলঙ্কায় ইতিবাচক ঘটনাও আছে। মূল্যস্ফীতির গতি গত বছরের তুলনায় কমেছে। মূল্যস্ফীতি এখন এক ডিজিটের ঘরে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দাবি করছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০২২ সালের মে মাসে ছিল ১ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার। গত জুলাইয়ে ছিল ৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার। ডলারের বিপরীতে শ্রীলঙ্কার রুপিও কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে। এখন ১ ডলার সমান ৩২৫ রুপি। গত বছর 'দুর্যোগে'র দিনে ছিল ৩৫৫ রুপি। অবশ্য মনে রাখতে হবে, ডলারের বিপরীতে রুপি ২০০ থেকে মূল্য হারাতে হারাতে ৩৫০ পার হয়েছিল। এখন ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে কেবল ৩২৫-এ এসেছে। অর্থাৎ পরিবর্তন অতি মৃদু। কিন্তু রনিলের আন্তর্জাতিক মিত্ররা একে তাঁর জাদু হিসেবে দেখাচ্ছে। এটা অস্বাভাবিক নয়। সুষ্ঠু ভোটে অনির্বাচিত যেকোনো শাসক ও তাঁর বন্ধুরা এমন করেই বলে। এমন নয় যে শ্রীলঙ্কা রপ্তানি বাড়িয়ে অবস্থার উন্নতি করেছে। বরং গত বছরের চেয়েও রপ্তানি কম। ২০২২ সালের প্রথম ছয় মাসে রপ্তানি আয় ছিল ৬৫২ কোটি ২০ লাখ ডলার। এ বছরের একই সময়ে সেটা ছিল ৫৮৭ কোটি ১০ লাখ ডলার। এরপরও যে শ্রীলঙ্কার রিজার্ভ বেড়েছে, তার কারণ আইএমএফের কিছু সিদ্ধান্ত। ডলার ধরে রাখতে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে জুনে এক হাজার কোটি ডলারের আমদানির বিপরীতে চলতি বছরের একই সময়ে আমদানি প্রায় ৮০০ কোটি ডলার। তবে পর্যটন থেকে আয় গত জুলাইয়ের চেয়ে তিন গুণ বেড়েছে। বিদেশ থেকে প্রবাসীদের পাঠানো আয়ও বেড়েছে। শেষের দুই ঘটনা মূলত নাগরিকদের কিছু স্বস্তি দিচ্ছে। তবে সামাজিক সুরক্ষায় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ এখনো কম। আইএমএফ সেখানে পাহারায় আছে। শ্রীলঙ্কা এখন দুই জায়গা থেকে শাসিত হচ্ছে বলা যায়। রনিল বিক্রমাসিংহের পাশাপাশি আইএমএফও চালকের আসনে আছে। গত মার্চে মাত্র ২ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার দিয়ে আইএমএফ এই অধিকার পেয়েছে। এই দুই 'শাসক' মিলে 'আর্থিক শৃঙ্খলা' আনতে যেসব তিক্ত পদক্ষেপ নিয়েছে, সাধারণ মানুষের কাছে তার প্রতিক্রিয়া সুখকর নয়। আর্থিক শৃঙ্খলা আসার সংবাদগুলোর দুটি দিক আছে। অনেকটা রাবণ কাহিনির মতো। অনেকে জানেন, লঙ্কার উপকথায় রাবণ হলেন দারুণ এক সুশাসক। তাঁর নাম যে 'দশানন' সেটাও পাণ্ডিত্য বোঝাতেই। অন্যদিকে বাল্মীকির রামায়ণে রাবণ প্রতিহিংসাপরায়ণ স্বৈরশাসক, অশুভ প্রতীক। লঙ্কায় আইএমএফের 'কীর্তি'কেও এ রকম দুইভাবে দেখার সুযোগ আছে। করপোরেট ব্যাংকারদের দৃষ্টিতে দেখলে সেটা এক রকম। আবার জাফনা ও ত্রিঙ্কোমালির তামিল বা দক্ষিণের গরিব সিংহলিদের চোখে সেটা ভিন্ন।

জানা অজানা

পরের দোষ দেখতে দেখতে ও নিন্দা করতে করতে আমরা জীবন কাটিয়ে দি

সুনীল কুমার দে

আমাদের মানুষ জীবনের সব থেকে নেতি বাচক দিক হলো পরের দোষ দেখা ও নিন্দা করা।পরের দোষ না দেখলে ও পরের নিন্দা না করলে আমাদের যেন পেটের ভাত হজম হয় না ও রাত্রে ঘুম আসে না।আমরা কিছু করবো না,যাবো না, দিবো না,সহযোগ করবো না কিন্তু যে করবে তার পিছনে লাগবো,তার সমালোচনা করবো,বদনাম করবো।এই নিন্দা করা ও দোষ দেখা স্বভাবের জন্য ঘর ভাঙে,পরিবার ভাঙে, ক্লাব, সমিতি ভাঙে,মঠ,মন্দির, আশ্রম দূষিত হয়,কলুষিত হয়,রাজনীতির আখড়া হয়।মা সারদা আমাদের বার বার বলেছেন,,ভুল ও দোষ দেখতে নেই।দোষ দেখতে দেখতে মন কলুষিত হয়,মন মলিন হয়।জীবনে যদি শান্তি পেতে চাও তবে কারু দোষ দেখো না,দোষ দেখবে নিজের।এ জগতে কেউ পর নয়,প্রেমে জগৎ তোমার।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,চিনিতে বালিতে মেশানো আছে,বালি ছেড়ে দিয়ে চিনি টুকু নিবি।সবার মধ্যে ভালো মন্দ রয়েছে।ভালো টা নিবি,মন্দ টা ছেড়ে দিবি।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,,পরের দোষ দেখা ও পরের পিছনে লাগা মানুষের জাতি গত দোষ।নিজের দিকে তাকাও আর সামনের দিকে এগিয়ে চলো। যে কাজ করে তার ভুল হয়,যার নাম আছে তার ই বদনাম হয়।সাদা কাপড়ে কালি বেশি দেখায়।এই পৃথিবীতে কেউ সবার প্রিয় হতে পারে না,কেউ সবাই কে খুশি করতে পারে না।যদি তোমার কিছু করার ক্ষমতা নেই তবে চুপ করে থেকো,যে করছে তাকে প্রেরণা দাও ও পারো তো সহযোগ করো।কিন্তু তার পা ধরে তাকে টেনো না,তার বদনাম করো না,তাকে অপমান করো না।কাজ করতে গেলে ভুল হয় জানতে বা অজান্তে।যারা ভালো মানুষ ও শুভা কাঙ্ক্ষী তারা সামনে এসে ভুল শুধার করে দেয় আর যারা বদ মানুষ তারা সামনে হাত তালি দেয় ও পিছনে গালি দেয়।এই সব মানুষ একদিন মান,সম্মান,প্রতিষ্ঠা ও ইজ্জাৎ সব হারায়।নিন্দা করা ও দোষ ধরা কে তাই বাহাদুরির কাজ বলে না,মানুষ কে অপমান করা ও ভুল ও দোষ দেখা মানে মানুষের সাথে শত্রুতা করার চক্রান্ত করা।তাই এই সব কাজ থেকে যত দূরে থাকবেন ততো নিজের মঙ্গল ও সমাজের মঙ্গল।

অন্তরাষ্ট্রীয় শান্তি দিবস সম্বন্ধে দুটো কথা

আজ সারা বিশ্বে অন্তরাষ্ট্রীয় দিবস পালিত হচ্ছে।শান্তি শব্দ টি মনের।শান্তি আমরা সবাই চাই।কেউ অশান্তি ভোগ করতে চাই না কিন্তু নানা কারণে অশান্তি ভোগ করি।অশান্তি অনেক প্রকারের হয়ে থাকে যেমন, শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, আর্থিক,সামাজিক আদি।শান্তি কিন্তু বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না।শান্তি পেতে গেলে শান্ত হতে হবে অর্থাৎ নিজের মন কে শান্ত করতে হবে।কামনা,বাসনা থেকে অশান্তি হয়।ঝগড়া ঝাটি,দলাদলি,পর নিন্দা,পর চর্চা,সমালোচনা,নিন্দা থেকে অশান্তির জন্ম হয়।ধন, যৌবন ও শক্তির অহংকার থেকে অশান্তি হয়।অভাব,অনটন,দুঃখ,কষ্ট থেকে অশান্তি হয়।বলার অর্থ হলো অনেক কারনে জীবনে অশান্তি হয় ও শান্তি ভঙ্গ হয়।
এবার শান্তি লাভের উপায় কি।মা সারদা দেবী এই প্রসঙ্গে বলেছেন,,জীবনে যদি শান্তি পেতে চাও তাহলে কারো দোষ দেখো না,দোষ দেখবে নিজের।এ জগতে কেউ পর নয়,প্রেমে জগৎ তোমার।অর্থাৎ মায়ের কথা অনুসারে আমাদের অপরের দোষ দেখা ছাড়তে হবে,সবাই কে ভালোবাসতে হবে ও আপনার করে নিতে হবে।শান্তি লাভের উপায় হলো বসুধৈব কুটুম্বকম এই সিদ্ধান্ত কে মেনে চলা,ভগবানের নাম গান করা,সবার মধ্যে ঈশ্বর আছে এই জেনে সবাই কে ভালোবাসা ও সেবা করা।আধ্যাত্মিক পথ ই হলো একমাত্র শান্তি লাভের উপায়।

পাঠকের চিঠি

সময় বদলায় নি আমরা বদলে গেছি

সময় অর্থাৎ কাল।পুরো সৃষ্টি এই কালের অধীন।সময়ের ইশারায় পুরো জগত চলছে।সৃষ্টি,স্থিতি ও প্রলয় সবই কালের অধীন।আজকাল অনেককেই বলতে শুনি সময় বদলে গেছে তাই সময়ের তালে আমাদের কে ও বদলাতে হবে।কিন্তু আজও সূর্য পূর্ব দিকে উঠে ও পশ্চিম দিকে আস্ত যায়।আজও সময় মতো গ্রীষ্ম,বর্ষা, শরত,হেমন্ত,শীত ও বসন্ত ঋতু আসে।আজও গাছে গাছে ফুল ফোটে,ফল ধরে।আজও বিভিন্ন পশু ও পাখিদের ডাক শুনতে পাওয়া যায়।আজও মানুষের গর্ভে মানুষ ও পশুর গর্ভে পশু জন্মায়।আজও মানুষ শোনীত ও শুক্রের মধ্য দিয়ে মাতৃ গর্ভে অবস্থান করে,দশ মাস দশ দিন পরে ভূমিষ্ট হয়,মাতৃ দুগ্ধ পান করে বড় হয়,বাল্য, কৈশোর, যৌবন,পৌর ও বৃদ্ধ অবস্থা পার করে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।আজও নদী সাগরের দিকে ছুটে যায় মিলনের জন্য।সব কিছুই হচ্ছে ঠিক সময়ে ও সময়ের ইশারায়।তাহলে সময় বদলালো কিভাবে। আসলে সময় বদলায় নি আমরা বদলে গেছি।আমাদের চিন্তা ভাবনা বদলেছে।আমাদের আচার আচরণ বদলেছে।আমাদের রুচি বদলেছে।আমাদের খাওয়া দাওয়া,পোশাক পরিচ্ছদ বদলেছে।আমরা সময়ের দোহাই দিয়ে ও বদলানোর নাম করে আমরা আমাদের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে ভুলতে বসেছি।মা,বাবাকে মোম ও ডেড করে দিয়েছি,শরীর থেকে কাপড় খুলতে শুরু করেছি,সপরিবারে একসাথে মিলে মদ খেতে শুরু করেছি।পার্টি,বিয়ে,শ্রাদ্ধ এর নামে মদ মাংস খেয়ে গলা জড়িয়ে নির্লজ্য হয়ে নাচতে শিখেছি।মধুর সম্মন্ধ গুলো কে ভুলে অবাধ যৌনাচার করছি,বিয়ের আগেই সন্তান উৎপাদন করার নোংরা কাজ করছি।কোর্ট,কাচারী,অফিস আদালতে কাজের বিনিময়ে খুলেয়াম ঘুষ নিচ্ছি।সরকারি প্রতিটি কাজে কমিশন খাচ্ছি।আধুনিকতার নামে ও সভ্যতার নামে নোংরামি করছি।এর নাম কি সময় বদলে যাওয়া।এর নাম কি সময়ের সাথে চলা।না,সময়ের কোনো দোষ নেই।সব দোষ আমাদের।আমরা আজ যদি সবাই বদলে যাই,সবাই ভালো হয়ে যাই,নিজেদের চরিত্র গুলো কে শুধার করি, চিন্তা ভাবনা,আচার বিচার গুলো কে ভালো করি,নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব গুলোকে সঠিক ভাবে পালন করি তাহলে দেখবেন ঘর,পরিবার,সমাজ ও দেশ সব বদলে যাবে।সব কিছু সুন্দর হয়ে যাবে। **সুনীল কুমার দে, পোটকা**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর অসম অভিযান ২০২৩ এর রেজিস্ট্রেশন পোর্টেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাজ্যের বেকার যুবকযুবতীদের ২ লক্ষ এবং ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের বেকার যুবকযুবতীদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর অসম অভিযান ২০২৩ এর অধীনে রাজ্যের বেকার যুবকযুবতীদের ২ লক্ষ এবং ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আত্মনির্ভর অসম অভিযান ২০২৩ এর রেজিস্ট্রেশন পোর্টেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এর মাধ্যমে রাজ্যের যুবকযুবতীরা বিভিন্ন ব্যবসার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি স্বয়ং নিযোগে সৃষ্টি করার যোগ্যতা লাভ করতে পারবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত সাম্প্রতিক দিল্লি সফরে গিয়ে রাজ্যের মুখ্য সচিব সহ বিভিন্ন বিভাগের সরকারি পদাধিকারী এবং জেলাশাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অংশ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেই বৈঠকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর অসম অভিযান ২০২৩ শীর্ষক প্রকল্প নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে আলোচনা করেছিলেন। এবার মহানগরের দিশপুরে স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠান আযোজন করে মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর অসম অভিযান ২০২৩ এর রেজিস্ট্রেশন পোর্টেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মূলত এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের বেকার যুবকযুবতীদের ২ লক্ষ এবং ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। ফলে সরকারি আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে অসমের যুবকযুবতীরা স্টেশনারি, কৃষি এবং শস্য উদ্যান, হাঁস মুরগি ছাগল পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, মৎস পালন, প্যাকেজিং, রেডিমেড পোশাক, ফেবরিকেশন, হার্ডওয়্যার ব্যবসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাওয়ার পাশাপাশি নিযোগে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে নিজেদের গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন অসম সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া চলতি মাসেই আরো বহু হাজার চাকরির জন্য সরকারি চাকরির জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে। একইভাবে আগামী ২০২৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরে এভাবে কমবেশি পরিমানে সরকারি চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হতে থাকবে। এর ফলে ২৮ বছরের নিচের কোনো যুবক যুবতীদের জন্য এই প্রকল্প বিবেচনা করা হয়নি। এই প্রকল্পের জন্য নূন্যতম প্রার্থীকে ২৮ বছর বয়স হতে হবে। তাছাড়া সাধারণ শ্রেণীর জন্য এক্ষেত্রে উর্ধ্বসীমা ৪০ বছর রাখা হয়েছে। তাছাড়া তফসিলি জাতি উপজাতি এবং ওবিসিদের জন্য এই প্রকল্পের আবেদনের বয়সের উর্ধ্বসীমা থাকবে ৪৩ বছর। তবে আবেদনের জন্য ন্যূনতম বয়সের সীমা ২৮ বছরই থাকবে। এক্ষেত্রে কোনো বিধানসভা কেন্দ্র কিংবা জেলা কোটা নেই। এটা রাজ্য পর্যায়ের সিলেকশন প্রক্রিয়ার অধীনে হবে। ব্লক থেকে শুরু করে জেলা এবং সেটা রাজ্য পর্যায়ে আসবে। এরপর রাজ্য পর্যায়ে মেরিট লিস্ট পাবলিস্ট করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন একজন যুবক যখন এই প্রকল্পের অধীনে সিলেক্ট হবেন এর আগেই পোর্টেলে ১৫০-২০০ টি ডিপিআর থাকবে। অর্থাৎ ২ লক্ষ কিংবা ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে কি করা যাবে সেই সংক্রান্তে বিস্তারিত তথ্য উপলব্ধ থাকবে। সেই সঙ্গে থাকবে একটি বিজনেস প্রসেস প্ল্যান। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ ইলেকট্রনিক্সের দোকান শুরু করেন তাহলে সেই দোকানে কি কি লাগবে, কি কি ইকুপমেঃট এর প্রযোজনীয়তা হবে, মাসে বিদ্যুতের বিল কত আসবে, ঘর ভাড়া কত হবে ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য পোর্টেলে আগের থেকে থাকবে। একটু বিজনেস প্ল্যান বানিয়ে দেয়া হবে যাতে সেই যুবকের সুবিধা হয়। তবে পোর্টেলে থাকা প্রকল্প গুলো ছাড়াও যদি অন্য কোন পরিকল্পনা সেই যুবকের থাকে সেটাও অনুমোদন জানাবে সরকার। আবেদনপত্র যেটাতে কাজ করতে ইচ্ছুক সেখানে টিক করতে হবে। এক্ষেত্রে সিলেকশনের পরে সেই যুবককে এক মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সরকার দেওয়া এই ২ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য ছাড়াও সেই যুবক মুদ্রা লোন সহ অন্যান্য ক্ষেত্র থেকেও যাতে ঋণ নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে তাদের সম্পূর্ণ তথ্য জানিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় সেই যুবককে অসমের ভিতরে হলে ৫০০০ টাকা এবং রাজ্যের বাইরে হলে ১০০০০ দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন প্রথম বছর ১ লক্ষ যুবক যুবতীদের এই প্রকল্পের অধীনে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বছরে বাকি এক লক্ষ যুবকযুবতীকে এর অধিনায় আনা হবে। ২০২৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ২ লক্ষ যুবকযুবতীর আর্থিক অনুদান বিতরণ সম্পূর্ণ হবে। এমপ্লয়মেঃট এক্সচেঞ্জ এর তথ্য অনুসারে ২৮ বছর থেকে ৪২ বছর পর্যন্ত বেকার যুবকযুবতীর সংখ্যা ৬ লক্ষ। এর মধ্যে ২-৩ লক্ষ রাজ্যের বাইরে চাকরি করছেন। ফুলে ২ লক্ষ যুবকযুবতীদের এক্ষেত্রে সাহায্য করলে এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এর মধ্যে ১ লক্ষ যুবকযুবতীর ইতিমধ্যে সরকারি চাকরি হয়ে গেছে। আত্মনির্ভর অসম অভিযান ২০২৩ শীর্ষক প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার জন্য যুবকযুবতীদের এমপ্লয়মেঃট এক্সচেঞ্জে কার্ড থাকা বাধ্যতামূল। একজন যুবক কিংবা যুবতীকে ২ লক্ষ টাকা একসঙ্গে সাহায্য দেওয়া হবে না। প্রথমে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। সেটা ব্যবহার করার পর সেই যুবক কিংবা যুবতী পোর্টেলে সেটা জানাতে হবে। সেক্ষেত্রে আবেদন জানানোর পর থার্ড পার্টি ইন্সপেকশন এর জন্য ব্যবস্থা করা হবে। সেটা হয়ে যাওয়ার পরই বাকি থাকা এক লক্ষ টাকা সেই যুবক কিংবা যুবতীকে দেওয়া হবে বলে জানালেন তিনি। যেই যুবক যুবতীরা এই এক লক্ষ টাকা নিয়ে সে অর্থের অপব্যবহার করবেন তাদের ভবিষ্যতে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে না। ব্যবসায় লোকশান হওয়া সাধারণ বিষয়। কিন্তু টাকা নিয়ে সেটার অপব্যবহার করা অপরাধ বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রে সিলেকশন হওয়ার পর সেই যুবকযুবতির সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হবে। সেখানে এই বিষয়টি উল্লেখ থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন আর্থিক অনুদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের একাউন্ট থাকা আবশ্যক। আর্থিক অনুদানের আবেদন করা যুবকযুবতীর অভিভাবক যদি এনপিএ হয় তাহলেও তিনি এই সংক্রান্তে যোগ্য থাকবেন। একটি পরিবারের শুধুমাত্র একজন সদস্য এই আর্থিক অনুদানের সুযোগ পাবেন। এদিন থেকে আগামী ৪৫ দিন পর্যন্ত এই রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর যারা যোগ্য হবে তারা আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এরপর সেটা জেলা পর্যায়ে এবং পরবর্তীকালে রাজ্য পর্যায়ে সিলেকশন করা হবে। আগামী বছর বহাগ বিহুতে প্রথম আর্থিক অনুদান দেওয়া শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ১ লক্ষ যুবকযুবতীকে একসঙ্গে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে পর্যায়ক্রমে যুবকযুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই প্রকল্প সংক্রান্তে যাবতীয় তথ্য দেওয়ার জন্য কল সেন্টারও শুরু করা হবে বলে জানান তিনি। ড০ শর্মা বলেন এই সম্পূর্ণ প্রকল্পের জন্য সরকারের ৫০০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। আগামী তিন বছরে এই সম্পূর্ণ টাকা ব্যয় হলেও প্রথম বছরে এর অর্ধেক টাকার প্রযোজন হবে বলে মনে করছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মহাবিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি লাভ করা যুবক যুবতীরা রয়েছেন যাদের প্রফেশনাল ডিগ্রী রয়েছে তাদেরকে নিয়ে একটি ক্যাটাগরি করা হয়েছে। এই ক্যাটাগরিতে প্রতিজনকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। এই ৫ লক্ষ টাকা দুটি কিস্তিতে দেওয়া হবে। প্রথমে আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া হবে এবং এক বছরের মধ্যে এই টাকার ব্যবহার সংক্রান্তে থার্ড পার্টি অ্যাসেসমেঃট এর মাধ্যমে জানার পর পরবর্তী আড়াই লক্ষ টাকা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই পাঁচ লক্ষ টাকার মধ্যে আড়াই লক্ষ টাকা সরকারি সাবসিডি হবে। অর্থাৎ এটা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রযোজন নেই। বাকি আড়াই লক্ষ টাকা তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে পাঁচ বছর সেটা ফিরিয়ে দিতে হবে না। পাঁচ বছর পর চার বছর ধরে মাসিক ৫০০০ টাকা কিস্তিতে সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের সুদ নেওয়া হবে না। মূল আড়াই লক্ষ টাকা ফেরত দিতে হবে। নয় বছর সম্পূর্ণ হওয়ার পর সেই টাকা ফেরত দেওয়া সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন অন্যদিকে দুই লক্ষ টাকা পাওয়া যুবক যুবতীদের সাধারণ শ্রেণির জন্য ন্যূনতম মেট্রিক পাস এবং তফসিল জাতীয় উপজাতি এবং ওবিসিদের জন্য দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনীর শহীদের পরিবারের আত্মীয়কে সরকারি চাকরি প্রদানের সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে

গুরুত্বপূর্ণ কেবিনেটে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, নগর এলাকার সংস্কার তথা উদ্ভাবনের জন্য জ্ঞানকেন্দ্র স্থাপন, মুখ্যমন্ত্রী লোক সেবক আরোগ্য যোজনা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে আযোজিত সাপ্তাহিক মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে এই বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার থেকে সশস্ত্র বাহিনীর শহীদের পরিবারের আত্মীয়কে সরকারি চাকরি প্রদানের ব্যবস্থা করবে সরকার। তাছাড়া বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, নগর এলাকার সংস্কার তথা উত্তাবনের জন্য জ্ঞানকেন্দ্র স্থাপন, মুখ্যমন্ত্রী লোক সেবক আরোগ্য যোজনা ইত্যাদি বিষয়ে কেবিনেটে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া নতুন করে ছয় লক্ষ মহিলাকে অরুণোদয় প্রকল্প প্রদান করা, আগামী ১৩ অক্টোবর নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সাইকেল প্রদান করা, ১১ অক্টোবর থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের বিষয়েও মন্ত্রিসভায় আলোচনা এবং অনুমোদন জানানো হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মহানগরের দিশপুরে স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সভাকক্ষে আযোজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া ক্যাবিনেটের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বিষয়ে অবগত করিয়েছেন। তিনি বলেন আর্মি, নেবি কিংবা এয়ার ফোর্স অর্থাৎ সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ানরা দেশের স্বার্থে মৃত্যুবরণ করেন। এবার এই শহীদদের উত্তরাধিকারী অর্থাৎ পরিবারের আত্মীয়কে সরকারি চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রে কেবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শহীদদের উত্তরাধিকারী যোগ্যতা অনুযায়ী এবার থেকে সরকারি চাকরি পাবেন। সশস্ত্র বাহিনীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অসম সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন রাজ্যে বর্তমান ১৯ লক্ষ মহিলারা অরুণোদয় প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেক মাসের ১০ তারিখে ১২৫০ টাকা করে পাচ্ছেন। এক্ষেত্রে আরো নতুন করে ৬ লক্ষ মহিলাকে অরুণোদয় প্রকল্পের অধীনে আমার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। আগামী ১১ এবং ১২ অক্টোবর এই ৬ লক্ষ মহিলাকে অরুণোদয় প্রকল্পের অনুমোদন চিঠি বিতরণ করা হবে। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এক একজন মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে এই কার্যসূচী রূপায়ন করা হবে। নভেম্বর থেকে এই মহিলারা হিতাধিকারী হিসাবে টাকা পাবেন বলে জানান তিনি। মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার সাইকেল বিতরণ করার যে পরিকল্পনা ছিল সেটা আগামী ১৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক জেলার সদর স্থানে এই সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠান আযোজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানেও এক একজন মন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত থাকবেন। আগামী ১৬ অক্টোবর মহিলাদের মাইক্রো ফাইন্যান্সের ঋণের ক্ষেত্রে নো ডিউস সার্টিফিকেট বিতরণ করা হবে। প্রত্যেক জেলাতে এক একজন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই ঋণ মুক্ত প্রমাণপত্র রাজ্যের ২ লক্ষ ২২ হাজার মহিলাকে বিতরণ করা হবে হবে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন আরডিএসএস স্কিমের অধীনে আধুনিকরণের স্বার্থে একটি ডিপিআর কেবিনেট অনুমোদন জানিয়েছে। এর মাধ্যমে ৬৭ লক্ষ্য বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সুবিধা প্রদান করা হবে। তাছাড়া পিক টাইম বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে এদিনের মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রীর লোক সেবক আরোগ্য যোজনার অনুমোদন জানানো হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী এবং টেনশন আর দের চিকিৎসার ব্যয় পরিশোধ প্রক্রিয়াকে সুশৃংখল করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই প্রক্রিয়া অটল অমৃত অভিযান সোসাইটির অনলাইন পোর্টেলে এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের নগর এলাকার সংস্কার এবং উত্তাবনার জন্য জ্ঞান কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। মূলত নগর এলাকার সংস্কার এবং উত্তাবনার রুপায়ন শক্তিশালী করার জন্য ২২ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে এক্ষেত্রে অসম নগর জ্ঞান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। অসম নগর জ্ঞানকেন্দ্র রাজ্যের নগর গবেষণা, উদ্ভাবন এবং প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে উচ্চমানের রূপায়ণের বিকাশ সাধন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিনের কেবিনেট বৈঠকে অসম রাজ্য রাজধানীর অঞ্চলের আওতা থেকে সমগ্র তিওয়া স্বশাসিত পরিষদ এলাকাকে বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুমোদন জানানো হয়েছে।

বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

জামশেদপুর ঃ নিমডিহ ব্লকের অন্তর্গত নারায়ণ প্রাইভেট আইটিআই ইনস্টিটিউট লুপুংডিহে বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে, ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা, ডঃ জটা শঙ্কর পান্ডে তাঁর জীবনের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছিলেন যে অখণ্ড মানবতাবাদ এবং অন্ত্যোদয় ছিল তাঁর আদর্শ এবং আজকের কেন্দ্রীয় সরকার এই আদর্শে কাজ করছে। তাঁর সমগ্র জীবন সমাজের কল্যাণে নিবেদিত ছিল এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। তিনি ২১ অক্টোবর ১৯৫১ সালে জনসংঘের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯৬৭ সালে জনসংঘের সভাপতি হন। সভাপতি হিসেবে মাত্র ৪৩ দিন দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৬৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মুঘলসরাই স্টেশনে তাকে হত্যা করা হয়। এ উপলক্ষে প্রফেসর ড. সুধীষ্ট কুমার, অ্যাডভোকেট নিখিল কুমার, গৌরব মাহাতো, শান্তি রাম মাহাতো, কৃষ্ণ পদ মাহাতো, দেবকৃষ্ণ মাহাতো, পবন কুমার, অজয় মন্ডল, নিমাই মন্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমবার এসেই সোনা জিতল ভারতের মেয়েরা

হাংজু ঃ ১৮ বছর বয়সী মেয়েটির নাম শুনলে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটা মনে পড়তে পারে। কিন্তু হাংজুতে আজ এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের ফাইনালে তাঁর বোলিং দেখে মনে হতে পারে, তিতাস শুধু নদী না ঝড়েরও নাম!

আগে ব্যাট করে বেশি রান তুলতে পারেনি ভারতের মেয়েদের ক্রিকেট দল। ৭ উইকেটে ১১৬ রানে থেমেছিল ইনিংস। ভারতের জয়ে এই পুঁজিকেই যথেষ্ট বলে প্রমাণ করেছেন পেসার তিতাস সাধু। শ্রীলঙ্কার ইনিংস ৮ উইকেটে ৯৭ রানে থেমে যাওয়ার পেছনে বড় অবদান তাঁর ৪-১-৬-৩ বোলিং ফিগারের!

ফাইনালে শ্রীলঙ্কার মেয়েদের ১৯ রানে হারিয়ে এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে অভিষেকেই সোনা জিতল ভারত। তিতাস গত জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় মেয়েদের প্রথম অনূর্ধ্ব১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালেও ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ভারতের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন। আজকের ফাইনালে প্রথম বলেই পেয়েছেন উইকেট!

রান তাড়া করতে নেমে ২ ওভারে বিনা উইকেটে ১২ রান তুলে ভালো শুরু পেয়েছিল শ্রীলঙ্কার মেয়েরা।

তৃতীয় ওভারে বোলিংয়ে এসে প্রথম ডেলিভারিতেই তিতাস ফিরিয়েছেন লঙ্কান ওপেনার আনুষ্কা সঞ্জীবনীকে। দুই বল পর তিনে নামা ভিস্মী গুনারত্নেকেও আউট করে শ্রীলঙ্কাকে পাল্টা চাপে ফেলেন তিতাস। নিজের পরের ওভারে তুলে নেন লঙ্কান অধিনায়ক ও তারকা ব্যাটার চামারি আতাপাত্তুকেও। ভালো শুরু পাওয়া শ্রীলঙ্কা ৪.২ ওভারের মধ্যে ১৪ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে তখনই ছিটকে পড়ার পথে ছিল।

এরপরও শ্রীলঙ্কার ইনিংস ১০০ রানের কাছাকাছি গিয়েছে চতুর্থ উইকেটে হাসিনি পেরেরা ও নীলাক্ষী ডি সিলভার ৩৬ রানের জুটি এবং রানাসিংহে ও ডি সিলভার ২৮ রানের জুটিতে ভর করে। হাতে ৬ উইকেট রেখেও জয়ের জন্য শেষ ৫ ওভারে ৪৩ রানের সমীকরণ মেলাতে পারেনি শ্রীলঙ্কা।

এর আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ভারতও বিপর্যয়ে পড়েছিল। তবে সেটা ইনিংসের শেষে গিয়ে। ওপেনিংয়ে স্মৃতি মান্ধানা ও শেফালি বর্মার ১৬ রানের জুটির পর তিনে নামা জেমিমা রদ্রিগজের সঙ্গে ৬৭ বলে ৭৩ রানের জুটি গড়েন মান্ধানা।

১৫ বলে ৯ রানে আউট হন শেফালি। ১৪.৫ ওভারে দলীয় ৮৯ রানে মান্ধানা (৪৬) আউট হওয়ার পর আর বড় জুটি গড়তে পারেনি ভারত। ইনিংসের শেষ ৩১ বলে ২৭ রান তুলতে ৫ উইকেট হারায় ভারত। ২১ রানে ২ উইকেট নেন ইনোকা রানাভেরে।

বিশ্বকাপজয়ী মেসিকে সংবর্ধনা না দেওয়ার কারণ জানালেন খেলাইফি

প্যারিস ঃ পিএসজিতে ভালো না থাকার কথা ক্লাব ছাড়ার সময়ই বলেছিলেন লিওনেল মেসি। নেইমার ও কিলিয়ান এমবাপ্পেও ক্লাবটিতে মেসির ভালো না থাকার কথা স্বীকার করেছিলেন। এরপর গত সপ্তাহে ইএসপিএনের মিগু গ্রানাদোসেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে পিএসজি থেকে স্বীকৃতি না পাওয়া নিয়েও আক্ষেপের কথা বলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। মেসির অভিযোগ, বিশ্বকাপ জেতার কারণে পিএসজিতে তাঁকে 'শত্রুজ্ঞান' করা হতো। এবার মেসির সেই অভিযোগের জবাব দিয়েছেন পিএসজি সভাপতি নাসের আল খেলাইফি। বলেছেন, ফ্রান্সের খেলোয়াড় এবং সমর্থকদের সম্মান জানাতেই পিএসজির মাঠে মেসির বিশ্বকাপ জয় উদ্‌যাপন করা হয়নি। কিন্তু অনুশীলনে এবং ব্যক্তিগতভাবে মেসিকে ঠিকই সম্মান জানানো হয়েছে।

গত বছর ১৮ ডিসেম্বর বিশ্বকাপ জিতে মেসি বড়দিনের ছুটি কাটাতে চলে যান নিজ শহর রোজারিওতে। সেখান থেকে পিএসজিতে যোগ দেন ৪ জানুয়ারি। ফেরার পর অনুশীলনে মেসিকে গার্ড অব অনার দিয়ে বরণ করে নেয় পিএসজি। কিন্তু আর্জেন্টিনা দলে তাঁর অন্য সতীর্থরা যেমন মাঠে সংবর্ধনা পেয়েছেন, মেসি তেমনটা পাননি।

কেন মেসিকে দর্শকপূর্ণ স্টেডিয়ামে সংবর্ধনা দেওয়া হয়নি, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে খেলাইফি বলেছেন, 'সবাই দেখেছেন, আমরা (উদ্‌যাপনের) ভিডিও প্রকাশ করেছি। আমরা মেসির সঙ্গে অনুশীলনে উদ্‌যাপন করেছি এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবেও করেছি। তবে সম্মানের সঙ্গে বলতে চাই, আমরা ফরাসি ক্লাব। যে কারণে স্টেডিয়ামে উদ্‌যাপন করাটা অবশ্যই স্পর্শকাতর ছিল। যে দলটিকে সে হারিয়েছে, সেটার প্রতি আমাদের অবশ্যই শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে। তাঁর সতীর্থরা ফ্রান্স দলে খেলে আর আমাদের দলের সমর্থকেরাও ফ্রান্সের সমর্থক।'

এর আগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে যথাযথ স্বীকৃতি না পাওয়া নিয়ে সাক্ষাৎকারে মেসি বলেছিলেন, '(আর্জেন্টিনা দলের) ২৫ জনের মধ্যে আমিই একমাত্র খেলোয়াড়, যে ক্লাবের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি পাইনি। ব্যাপারটা বোধগম্যই। কারণ, আমাদের (আর্জেন্টিনা) কারণেই ওরা (ফ্রান্স) বিশ্বকাপ ধরে রাখতে পারেনি।' এত সমস্যার পরও মেসি কি পিএসজিতে থেকে যাওয়ার চিন্তা করেছিলেন কি না, সেটা জানতে চাইলে আর্জেন্টাইন অধিনায়ক বলেছেন, 'আমি যা আশা করেছিলাম, সেটা হয়নি। তবে আমি সব সময়ই বলে থাকি, যেকোনো কিছু কোনো না কোনো কারণেই ঘটে থাকে। আমি যদি সেখানে ভালো না থাকি, সেটার কারণ আমি তখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।'

আসছে বিশ্বকাপ, 'জ্বলে ওঠার' সময় বয়ে যাচ্ছে কি অস্ট্রেলিয়ার

পর্থ ঃ বিশ্বকাপ এলেই জ্বলে ওঠে তারা অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে কথাটি খাটে খুব করেই। বিশ্বকাপ এলেই একটা অন্য রকম দাপট যেন কাজ করে তাদের মধ্যে। রক্তে যেন নাচন ধরে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের! এবারও কি সেটিই হবে? আপাতত সেটি জোর গলায় বলা যাচ্ছে না। বিশ্বকাপের ঠিক আগ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার পারফরম্যান্স যে সুবিধার নয় খুব একটা।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৫ ম্যাচ সিরিজের প্রথম দুটিতে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। তবে এরপর টানা ৩ ম্যাচ হেরে সিরিজ খুইয়েছে তারা। ভারতে এসে বিশ্বকাপের আগে ৩ ম্যাচের সিরিজ তাদের জন্য হওয়ার কথা ছিল আদর্শ প্রস্তুতির মঞ্চ। অথচ প্রথম ২ ম্যাচেই সিরিজ হেরে বসেছে তারা। প্রস্তুতি নিতে গিয়ে উল্টো আত্মবিশ্বাসই না নড়বড়ে হয়ে যায় তাদের! বিশ্বকাপের আগে টানা ৫ ওয়ানডেতে হার স্বাভাবিকভাবে খুব একটা স্বস্তির নয়।

সেটি মানছেন গতকাল অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়া স্টিভেন স্মিথও। ইন্দোরে ভারতের কাছে ৯৯ রানের বড় ব্যবধানে হারের পর তিনি বলেছেন, 'আমরা বেশ কয়েকটি ম্যাচ টানা হারলাম। বিশ্বকাপ হচ্ছে ঠিক সময়ে জ্বলে ওঠার ব্যাপার, তবে নিশ্চিতভাবেই আমরা এ পর্যায়ে সেটি করতে পারিনি। কয়েকটা জিনিস ঠিকঠাক করতে হবে। আমরা জানি আমরা ভালো দল। দুই দলই বিশ্বকাপ সামনে রেখে কাজ করছে, তবে ম্যাচ তো জিততেই চাই।'

সেই ম্যাচটিই জিততে পারছে না অস্ট্রেলিয়া। তাদের বড় দুশ্চিন্তার কারণ বোলিং। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেষ ৩ ম্যাচে ৪১৬, ৩৩৮ ও ৩১৫ রানের পর গতকাল অস্ট্রেলিয়া দিয়েছে ৩৯৯ রান। সর্বশেষ ৫ ম্যাচে চারবারই টসে জিতে বোলিং নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। নিশ্চিতভাবেই বোলারদের ওপর আস্থা রাখতে চেয়েছে দলটি, তবে তার প্রতিদান পায়নি।

এ ৪ ম্যাচেই খেলা শন অ্যাবট গতকাল বলেছেন, 'অবশ্যই আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম সেভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। এ সব ম্যাচ থেকে শিক্ষা নেব এমন বলায় দোষের কিছু নেই, তবে দল হিসেবে আমাদের আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।' ঝামেলাটা কোথায় হচ্ছে, অ্যাবট বলেছেন সেটিও, 'আজও দেখা গেছে আমাদের বোলিংয়ের সময়, যেমন দেখা গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। যখনই আমরা স্টাম্পের লাইন মিস করছি, মার খাচ্ছি।'

অস্ট্রেলিয়ার এমন পারফরম্যান্সের 'ঢাল' একটা হতে পারে ঠিক সেরা দলটি তারা পায়নি এ সব ম্যাচে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ মিস করার পর ভারতের সঙ্গে প্রথম ম্যাচে খেলেছিলেন কামিন্স। বিশ্বকাপের আগে এ সিরিজের ম্যাচে খেলে অধিনায়কত্বের অভিজ্ঞতাটা বাড়াতে চান, এমন বলা হলেও গতকাল অবশ্য আবার বিশ্রামে থাকেন তিনি। কুঁচকির চোটে ভোগা ফাস্ট বোলার মিচেল স্টার্ক খেলেননি সর্বশেষ ৭ ম্যাচের একটিতেও। একই অবস্থা গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও অ্যাস্টন অ্যাগারেরও। অ্যাগার তো এখনো অস্ট্রেলিয়াতেই থেকে গেছেন। গত ম্যাচে বিশ্রামে ছিলেন মিচেল মার্শও। এ অলরাউন্ডার অবশ্য বোলিং করছেন না এখনো।

এর আগে কামিন্স বলেছিলেন, বিশ্বকাপের আগে খেলোয়াড়দের বেশি করে খেলিয়ে ক্লান্ত করতে চান না তাঁরা। তবে আপাতত যে অবস্থা, তাতে শীর্ষ সারির বেশ কয়েকজনকে সাম্প্রতিক সময়ে ম্যাচ খেলার তেমন অভিজ্ঞতা ছাড়াই নামতে হয় কি না, সে শঙ্কা জাগছে। ভারতের বিপক্ষে আগামী বুধবার সিরিজের শেষ ম্যাচটি খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া, যেটি হবে রাজকোটে। এরপর ৩০ সেপ্টেম্বর নেদারল্যান্ডস ও ৩ অক্টোবর পাকিস্তানের বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে তারা। ৮ অক্টোবর ভারতের বিপক্ষেই চেন্নাইয়ের ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু হবে এখন পর্যন্ত রেকর্ড পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের।

বিশ্বকাপের আগে কিসের জরিমানা গুনলেন বাবর

লাহোর ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ আর কদিন পরেই বিশ্বকাপ। কিন্তু বাবর আজমকে দেখা গেল পুলিশের সঙ্গে! নাহ, কথাটা মজার ছলেই বলা। তেমন কোনো বড় অভিযোগ নিয়ে পাকিস্তানের পুলিশ বাবর আজমের কাছে যায়নি। ভারতে আগামী ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হবে বিশ্বকাপ। পাকিস্তানের সমর্থকেরা স্বপ্ন দেখছেন ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপে রানের ঝড় তুলবেন তাঁদের জাতীয় দলের অধিনায়ক। রসিকতা করে সমর্থকেরা এখন বলতেই পারেন, বাবর রানের ঝড় তোলারই অনুশীলন করছিলেন তবে একটু অন্যভাবে! তাতে বাদ সেধেছে বেরসিক পুলিশ। কিন্তু আইন ভাঙলে তো শাস্তি পেতেই হবে। পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হলে কী হবে বাবরকেও ছাড়েনি পুলিশ। ক্রিকেট পাকিস্তান জানিয়েছে, লাহোরের রাস্তায় নিজের অডি গাড়িটা নিয়ে ছুটছিলেন বাবর। পাকিস্তানের ন্যাশনাল হাইওয়েজ ও মোটরওয়ে পুলিশের (এনএইচএমপি) সন্দেহ হয়েছিল, গাড়ির গতি সম্ভবত আইনি সীমার চেয়ে বেশি। অর্থাৎ গতিসীমা লঙ্ঘন করেছেন বাবর। গতিসীমা লঙ্ঘনের অপরাধে পুলিশ বাবরকে জরিমানাও করেছে বলে জানিয়েছে ক্রিকেট পাকিস্তান। আইনি বিষয়ে বাবরের সঙ্গে পুলিশের চলতি মাসে আগেও একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। লাহোরে লিবার্টি চকে বাবরের গাড়ি থামিয়েছিলেন শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তারা। বাবরের গাড়ির নম্বর প্লেটে নজর পড়েছিল তাঁদের। পাকিস্তানে আইন অনুযায়ী গাড়ির নম্বর প্লেট যতটুকু বড় বানাতে হয়, বাবরের গাড়ির নম্বর প্লেট তার চেয়ে ছোট ছিল। নিয়ম লঙ্ঘন করায় কর্মকর্তারা বাবরকে গাড়ির নম্বর প্লেট পাল্টে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এমনকি তাঁর গাড়ির কাগজপত্র ও লাইসেন্সও দেখা হয়। পাকিস্তান ক্রিকেট দল ভারতে বিশ্বকাপে খেলতে যাওয়ার প্রস্তুতি সেরে নিলেও এখনো ভিসা পায়নি।

গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান যেভাবে খুঁজে পান এক বাঙালি

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ জানুয়ারি মাসের ২৩ তারিখ, ১৮৯৮ সাল। ব্রিটিশ ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর অউধের মুখ্য বাস্তুকার সি ডব্লিউ উডলিং ও ফৈজাবাদের কমিশনার ভিনসেন্ট স্মিথের নির্দেশ পেয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে নেপালের তরাই অঞ্চলের দিকে রওনা দিলেন পূর্ণচন্দ্র মুখার্জী।

তিনি সেই সময়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পুরাতত্ত্ব বিভাগে কাজ করতেন। সেটা ছিল ওই বিভাগে তার দ্বিতীয়বার যোগদানের পর্ব।

পুরাতত্ত্ব বিভাগে প্রথম পর্বে যে পুরাতত্ত্ববিদ ড. এ ফুহয়ারের সহকারী ছিলেন মি. মুখার্জী, তারই অনুযোগে সেবারের চাকরী হারিয়েছিলেন পূর্ণচন্দ্র। অথচ, সেই পুরাতত্ত্ববিদেরই এক 'আবিষ্কার' নিয়ে উপরমহলে গুরুতর সন্দেহ হওয়ায় চাকরি হারাতে হয় ড. ফুহয়ারকে। আর সেই তথাকথিত আবিষ্কারের সত্যতা যাচাইয়ের এবং সঠিক তথ্যানুসন্ধানের দায়িত্ব পড়ে পূর্ণচন্দ্র মুখার্জীর ওপরে।

ফৈজাবাদের কমিশনার ভিনসেন্ট স্মিথ মি. মুখার্জীকে দায়িত্ব দেন প্রাচীন কপিলাবস্তু এবং গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যানের সঠিক অবস্থান খুঁজে বার করার। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মি. স্মিথের লেখা ভূমিকা সহ মি. মুখার্জীর জমা দেওয়া রিপোর্ট বই আকারে ১৯০১ সালে প্রকাশ করে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া।

বইটি ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক ওয়েবসাইটে আপলোড করে রেখেছে।

অভিযান যেভাবে শুরু

'আ রিপোর্ট অন আ ট্যুর অফ এক্সপ্লোরেশান অফ দ্য অ্যান্টিকুইটিস ইন দ্যা তরাই, নেপাল দ্য রিজিওন অফ কপিলাবস্তু' শীর্ষক ওই বইতে মি. মুখার্জী লিখেছিলেন, কোনও বিরতি না নিয়ে একটানা পথ চলে নেপালি তরাইয়ের সদর শহর তৌলিভাতে পৌঁছই আমি। পরের দিন নিগলিভাএ গিয়ে মেজর ওয়াডেলের সঙ্গে দেখা করি। আমার অগ্রসর হওয়া সাময়িকভাবে স্থগিত করে দেওয়া হয় সরকারি আদেশ অনুসারে। আমি গোরখপুরে ফিরে আসি।

সরকারের কাছ থেকে নতুন একটি টেলিগ্রাম পেয়ে আমি আবার নেপালের দিকে রওনা দিই এবং তেসরা ফেব্রুয়ারি থেকে তিলাউরাকোট অঞ্চলে খনন কাজ শুরু করি এবং আশাপ্রদ ফলাফল পেতে শুরু করি। ছয় তারিখে আমি সাগরওয়াতে ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাই, যেটাকে ড. ফুহয়ার কপিলাবস্তু বলে চিহ্নিত করেছিলেন। আমি নিরাশ হই কারণ ওটা কপিলাবস্তু হতে পারে না। নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারি তিলাউরাকোটই বুদ্ধের পিতার শহর হওয়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি, লিখেছিলেন পূর্ণ চন্দ্র মুখার্জী।

তিলাউরাকোটের খননকার্য

হঠাৎই মেজর ওয়াডেল সব খনন কাজ বন্ধ করে দেন, কদিনের মধ্যেই সেই নির্দেশ আবার পাল্টিয়ে যায়। এই পর্যায়ে তিলাউরাকোট আর চিত্রাদেই অঞ্চলে বড়মাপের খনন কাজ শুরু করেন মি. মুখার্জী।

মি. ভিনসেন্ট এ স্মিথের নির্দেশ অনুযায়ী আমি ১১ই মার্চ রুম্মিনদেইর দিকে রওনা দিয়ে পরের দিন সেখানে পৌঁছই, সরকারের কাছে জমা দেওয়া রিপোর্টে লিখেছিলেন মি. মুখার্জী।

তার ভাষায়, জঙ্গল সাফ করে বড় ঢিপিটা নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখার পরে নেপালি কুলিদের খনন শুরু করতে কাজে লাগাই। খননের শুরুতেই আশার আলো দেখতে পাই। বেরিয়ে আসে বেশ কিছু ধ্বংসাবশেষ। তিলৌরা এবং চিত্রাদেইয়ের থেকে কম সাফল্য নয় এটা। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যা পাওয়া যায় খনন করে, তার মধ্যে ছিল মায়াদেবীর মন্দির। ভিতের ইঁটগুলোতে সুন্দর কারুকাজ করা ছিল। বেশ কিছু ছোট স্তূপ আর অন্যান্য নিদর্শনও বেরিয়ে আসে।

রুম্মিনদেই কি লুম্বিনী?

বৌদ্ধ বর্ণনায় লুম্বিনী উদ্যানই হল এই রুম্মিনদেই। ওই অঞ্চলে সম্রাট অশোকের স্থাপিত একটি স্তূপে খোদাই করা শিলালিপিতে জায়গাটিকে লুম্মিনী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

মাগধী ভাষায় লিখিত ওই শিলালিপি দেখে পূর্ণচন্দ্র মুখার্জী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে রুম্মিনদেই প্রাচীন লুম্মিনী বা লুম্বিনী।

মি. মুখার্জীর ঊর্ধ্বতন কর্তা ভিনসেন্ট স্মিথ তার ভূমিকায় লিখেছিলেন, রুম্মিনি নামটার সঙ্গে লুম্বিনী বা লুম্মিনীর সাযুজ্য রয়েছে। ওই শিলালিপি মাগধী ভাষায় লেখা, যে ভাষায় শব্দের শুরুতে বা মাঝে 'র' থাকলে সেটা সংস্কৃতে 'ল' হয়ে যায়।

হিউয়েন সাংএর বর্ণনা অনুযায়ী উদ্যানের পাশ দিয়ে দক্ষিণপূর্ব দিকে একটি ছোট নদী প্রবাহিত হত, যাকে স্থানীয় ভাষায় 'রিভার অফ অয়েল' অর্থাৎ তেলের নদী বলা হত। এখন ওই নদীর নাম তিলার নদী।

বুদ্ধের জন্মবৃক্ষের দক্ষিণ দিকে একটি স্নান করার পুকুর ছিল, ওই বৃক্ষ থেকে যার দূরত্ব ফা হিয়েনের বর্ণনায় ২০ লি আর হিউয়েন সাংয়ের বর্ণনায় ২৫ লি। জন্মবৃক্ষের ভাস্কর্যগুলি ২৫ লি দূরেই এখনও দেখা গেছে।

'লি' প্রাচীন চৈনিক দূরত্ব মাপার একক। সাধারণভাবে এক 'লি' ৫০০ মিটার বা এক মাইলের এক তৃতীয়াংশের সমান।

এছাড়াও হিউয়েন সাংয়ের লেখায় সম্রাট অশোক স্থাপিত যে স্তূপের কথা রয়েছে, সেটিও খুঁজে পান মি. মুখার্জী।

এই চারটি প্রমাণের ওপরে ভিত্তি করেই মূলত সঠিক ভাবে খুঁজে পাওয়া যায় গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থানটি।

ভিনসেন্ট স্মিথ লিখেছিলেন যে গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান যে এটিই, সেটা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হল।

গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান হিসাবে যে রুম্মিনদেই বা লুম্বিনী নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হলেও ভারতের উত্তরপ্রদেশের পিপরাওয়াও দাবী করে যে সেখানেই জন্মিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ।

এই জায়গাটি নেপাল এবং তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের সীমান্তের খুবই কাছে অবস্থিত। সেখানেও বৌদ্ধ ধর্মের অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। সেই এলাকাগুলিতে নিজে গিয়েওছিলেন পূর্ণচন্দ্র মুখার্জী।

ওইসব নিদর্শনের বেশ কিছু সেই সময়ে কলকাতা মিউজিয়াম, যার নাম তখন ছিল 'কলিকাতা পুরাদ্রব্যালয়'তে রাখা হয়েছিল। সেই মিউজিয়ামই বর্তমানে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম।

চীনা পরিব্রাজকদের বর্ণনা অনুযায়ী কিছু মিল পিপরাওয়াতে পাওয়া গেলেও অমিল ছিল অনেকই। তাই পূর্ণচন্দ্র মুখার্জী এবং তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ভিনসেন্ট এ স্মিথ নিশ্চিত হয়েছিলেন যে প্রাচীন কপিলাবস্তু ছিল নেপালের তিলাউরাকোটের রুম্মিনদেইতেই।

সামান্য অর্থ, খারাপ যন্ত্রপাতি

তরাই অঞ্চলের অভিযান সম্পূর্ণ করে পূর্ণচন্দ্র লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসেন এপ্রিল মাসের পাঁচ তারিখ। নিজের রিপোর্টে পূর্ণচন্দ্র মুখার্জী লিখেছিলেন, আমার সর্বশেষ অভিযানে সার্ভে আর ড্রয়িংয়ের যন্ত্রপাতি বেশ খারাপ ছিল। ছবি তোলার যন্ত্রপাতিও ছিল পুরণো আর সেগুলো ঠিকঠাক কাজও করছিল না, যার ফলে আমার কাজে খুবই সমস্যা তৈরি হয়েছিল।

তাকে মাত্র একজন ড্রাফটসম্যান দেওয়া হয়েছিল পরের দিকে।

নেপাল সরকারের তরফ থেকে যে দলটিকে আমার সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, তাতে একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন (ভীমসেন ছত্রি) আর ১২ জন পাহাড়ি খননকারী। মাঝে মাঝে সমতল অঞ্চল থেকে কিছু লোক এনে সাহায্য করা হত, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কিছুটা অনুযোগের সুরেই লিখেছিলেন মি. মুখার্জী।

কপিলাবস্তু আর লুম্বিনী উদ্যানে গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান নিখুঁত ভাবে বর্ণনা শুরু করার আগে তিনি লিখেছিলেন এই অভিযানের খরচ সম্বন্ধে।

গত বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ২০০০ টাকা বেঁচেছিল। এবছর দেওয়া হয় আরও ৮০০ টাকা। সব মিলিয়ে এই খনন কাজের জন্য মোট ২৮০০ টাকা নেপালের দরবার থেকে দেওয়া হয়েছিল। খরচ হয় ৩০০ টাকা।

আমার হিসাব মতে ২৫০০ টাকা এখনও রয়ে গেছে, যাতে পরের বছরের অভিযান এবং খনন কাজও চালানো যেতে পারে, লিখেছেন পূর্ণ চন্দ্র মুখার্জী।

মাত্র ৫৩ বছর বয়সে মৃত্যু

পূর্ণচন্দ্র মুখার্জীর আদি বাস ছিল কলকাতা লাগোয়া পাণিহাটিতে। সেটি তখন ছিল গ্রাম। আদি বাসস্থানে যে বসতবাড়িটি করেছিলেন পূর্ণচন্দ্র মুখার্জী, তার নামও ছিল 'কপিলাবস্তু ভবন'।

পাণিহাটির স্থানীয় ইতিহাসের গবেষক ও শিক্ষক কৃশানু ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন পূর্ণচন্দ্র মুখার্জীর জন্ম হয় ১৮৪৯ সালে। তার বাবা কালিদাস মুখার্জী কাজ করতেন কলকাতার টাঁকশালে।

পূর্ণচন্দ্র পড়তেন আগরপাড়া মিশনারি স্কুলে। মেধাবী এবং সাহসী হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়ার দিকে তার বিশেষ নজর ছিল না। কেবলমাত্র ইতিহাস, ভূগোল ও মানচিত্রে তিনি বন্ধুদের থেকে এগিয়ে ছিলেন, জানাচ্ছেন কৃশানু ভট্টাচার্য।

তার কথায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি যে ম্যাট্রিকুলেশান এবং পরে লক্ষ্ণৌয়ের ক্যানিং কলেজ থেকে এফ.এ পাশ করেছিলেন, সেই তথ্য আমি পেয়েছি। কিন্তু তিনি সম্ভবত স্নাতক স্তরের পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন নি।

তবে সারাজীবনই তিনি বিভিন্ন ধরণের সরকারি চাকরি করে গেছেন। কখনও অউধরোহিলাখণ্ড রেলওয়েতে চাকরি করেছেন, আবার লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে যোগ দিয়েছেন। সেখান থেকেই সরকারি অর্থানুকূল্যে তাকে মুম্বাইয়ের জেজে স্কুল অফ আর্টে চিত্রাঙ্কন শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়। দুবছর পরে ফিরে এসে আবারও লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামেই যোগ দেন তিনি।

তার সম্বন্ধে বিশদে জানতে যখন মি. ভট্টাচার্য লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে গিয়েছিলেন, সেখানে কোনও তথ্যই তিনি পাননি। তার সম্বন্ধে সব তথ্যই টুকরো টুকরো করে নানা জায়গা, বিভিন্ন পুরণো পত্রপত্রিকা থেকে যোগাড় করতে হয়েছে।

সেই সময়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগটি সরকারের পূর্ত দপ্তরের অধীনে ছিল। পূর্ণচন্দ্র মুখার্জী ১৮৮২ সালে পুরাতত্ত্ববিদ হিসাবে কাজে যোগ দেন। তিন বছর পরে পুরাতত্ত্ব বিভাগের জন্য পূর্ণচন্দ্রের জন্য একটি বিশেষ পদ তৈরি করেন তৎকালীন ছোটলাট স্যার আলফ্রেড লায়েন্স।

কিন্তু ড. ফুহয়ারকে সেই পদে নিয়োগ করা হয়। পূর্ণচন্দ্রকে তার সহকারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়, বলছিলেন মি. ভট্টাচার্য। কিছুদিনের মধ্যে ড. ফুহয়ারের চক্রান্তে চাকরি যায় মি. মুখার্জীর।

কিন্তু ১৮৮৬ সালে পূর্তবিভাগের অধীনে কাজ করার সময়েই বুন্দেলখণ্ড এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালান।

কপিলাবস্তু খুঁজে বার করার আগে পূর্ণচন্দ্র পাটলিপুত্র বা বর্তমানের পাটনা অঞ্চলে, এবং সান্দালপুর, বাঁকিপুর, বুলন্দবাগ আর নবরতনপুর এলাকাতে মৌর্যযুগ এবং বৌদ্ধ মন্দির, অশোক স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ আর মাটির ১২ ফুট নীচে একটি বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বার করেন।

তার এই সব প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রতিবেদন ইন্ডিয়ান এন্টিকুয়ারি পত্রিকার নভেম্বরডিসেম্বর ১৯০২ এবং জানুয়ারি ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এর আগে ১৮৯৬ সালে একবার ও ১৯০৩ সালে দ্বিতীয়বার কলকাতা মিউজিয়ামে পুরাতত্ত্বাধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন।

পূর্ণচন্দ্র মুখার্জীর যে দুটি বাংলা রচনা পাওয়া যায়, তার একটি এই কলকাতা মিউজিয়াম নিয়ে।

প্রবাসী পত্রিকায় সেই লেখা ছাপা হয়েছিল।

রচনার নাম ছিল 'কলিকাতা পুরাদ্রব্যালয়'। মিউজিয়ামের পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিভিন্ন অংশের নাম, সেখানে কী ধরণের সংগ্রহ আছে, সেইসব বিস্তারিত লিখেছিলেন তিনি।

অন্য যে বাংলা রচনাটি পাওয়া যায় পূর্ণচন্দ্র মুখার্জীর সেটি একটি 'বীরকাব্য'। তার একটি অংশই ছাপা হয়েছিল ১৮৭৫ সালে।

মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ১৯০৩ সালের চৌঠা অগাস্ট রাত তিনটে নাগাদ পানিহাটির বাসভবন 'কপিলাবস্তু ভবন'এই রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে মারা যান পূর্ণচন্দ্র মুখার্জী।

টুকরো খবর

রাশিয়ার 'বন্ধু' হিসেবে স্বীকৃতিতে বাংলাদেশের কী লাভ?

মাস্কো ঃ রাশিয়া তাদের ৩০টিরও বেশি 'বন্ধু ও নিরপেক্ষ' দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ না হলেও এর কূটনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। শনিবার ঢাকায় রাশিয়ার দূতাবাস তাদের ভেরিফাইড ফেসবুকে পেইজ এবং এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্ট থেকে বাংলাদেশকে ওই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে একটি পোস্ট দেয়। সেখানে বলা হয়, বাংলাদেশসহ তালিকায় থাকা দেশগুলোকে রাশিয়ান মুদ্রাবাজার এবং ডেরিভেটিভস বাজারে বাণিজ্য করার অনুমতি দেবে মস্কো। অর্থাৎ ওই তালিকাভুক্ত দেশগুলোর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো রুশ মুদ্রা রুবলে লেনদেন করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, বাংলাদেশে রুবলের রিজার্ভ খুব সীমিত। রুবল, কনভার্টেবল বা বিনিময়যোগ্য মুদ্রা হিসেবে জনপ্রিয় না হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেনে এখনো এই মুদ্রা তেমন ব্যাপক হারে ব্যবহার হয় না। বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন করে এমন ব্যাংকগুলোও রুবল রাখে না। ফলে সরাসরি রুবলে লেনদেন তেমন হয় না। তৃতীয় কোন মুদ্রায় কনভার্ট করে তারপর লেনদেন করতে হয়। এক্ষেত্রে চীনের ইউয়ান তৃতীয় মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার হলেও সেটার পরিধিও বেশ সীমিত। এমন অবস্থায় রাশিয়ার বন্ধু তালিকায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থনৈতিক বা প্রায়োগিক তাৎপর্য বিশেষ নেই বলেই মনে করেন অর্থনীতিবিদ এবং বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তার মতে, রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য খুবই সীমিত। কোভিডের পরে বিশেষ করে ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পর থেকে তা আরও অনেক কমে গিয়েছে। রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের লেনদেনে এই মুহূর্তে যে সমস্যা রয়েছে সেটি সমাধানে, সর্বোপরি দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে তাদের তালিকাভুক্তি খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না বলেই দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যর অভিমত। তিনি বলেন, নতুন বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে পেমেন্টের জন্য আমাদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণের রুবল এবং তাদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা থাকতে হবে। কিন্তু বাণিজ্যের জন্য যতোটা রিজার্ভ থাকা প্রয়োজন সেটা নেই। হাতে থাকা ইউয়ান দিয়ে কতোটা পাওনা পরিশোধ করা যাবে এবং যতো ইউয়ান আসবে সেটা আন্তর্জাতিক বাজারে কতোটা ব্যবহার করা যাবে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে। তাই ঢাকামস্কোর মধ্যে তৃতীয় মুদ্রায় লেনদেন কোন চটজলদি সমাধান নয় বলে মি. ভট্টাচার্য মনে করেন। সম্প্রতি রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সফরের সময় দুই দেশের নিজেদের মুদ্রায় লেনদেনের বিষয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। রাশিয়ার যেসব ব্যাংক ও জাহাজ নিষেধাজ্ঞার আওতায় নেই, সেগুলোর মাধ্যমে লেনদেন করা যায় কিনা সেই সমস্ত বিকল্প খোঁজা হয়েছে। মি. লাভরভের সফরের প্রাক্কালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন সাংবাদিকদের বলেছিলেন, দেশের একক মুদ্রায় বাণিজ্যিক লেনদেন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে আলোচনা চলছে। তিনি বলেন, তাদের কারেন্সিতে (রুবল) লেনদেন নিয়ে ভাসা ভাসা আলোচনা হতে পারে। কেননা বাংলাদেশের হাতে তো রুবল নেই। তবে এই বাণিজ্য সুবিধা দেয়ার বিষয়টি যতোটা না অর্থনৈতিক তার চাইতে বেশি রাজনৈতিক বলে সাথে বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক সামিয়া জামান। তার মতে, এই সুযোগে বাংলাদেশের অনেক লাভ হবে কিনা বা বাণিজ্যের পরিধি বাড়বে কিনা সেটা জরুরি না। বরং পশ্চিমাদের চাপের মুখে থাকা বাংলাদেশকে রাশিয়া যে নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেনের সুযোগ খুলে দিয়েছে, সেই বার্তা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ আমদানিরপ্তানির লেনদেন মূলত মার্কিন ডলারে হয়ে থাকে। এছাড়া ইউরো, পাউন্ড, অস্ট্রেলিয়ান ডলার, চীনা মুদ্রা ইউয়ান ও কানাডিয়ান ডলারে কিছু লেনদেন হয়। এর বাইরে ভারতের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থায় টাকারুপিতে বাণিজ্য শুরু হয়েছে। সেক্ষেত্রে রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণ বেশ কম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুই দেশের লেনদেন ডলার কিংবা ইউরোতে হয়েছে। সেই ঋণপত্রও খোলা হয়েছে মার্কিন ডলার এবং ইউরোতে। এর বাইরে রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য দুই দেশের মধ্যে আর্থিক লেনদেনও রুবলে হয় না। এই প্রকল্পের ঋণ চীনা মুদ্রা ইউয়ানে পরিশোধের ব্যাপারে বাংলাদেশ ও রাশিয়া সম্মত হয়েছে বলে বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো বলছে। বর্তমানে রাশিয়ার বাজারে সরাসরি বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির সুযোগ তেমন নেই বলে জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা। এর মূল কারণ রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেন হয় না। এছাড়া বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে শুল্ক জটিলতার কারণে রাশিয়ার বাজারে বাণিজ্য আশা অনুযায়ী বাড়ছে না। রাশিয়ার বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি করতে হয় তৃতীয় দেশের মাধ্যমে এবং মান্ধাতার আমলের টেলিগ্রাফিক লেনদেন (টিটি) পদ্ধতিতে। এমন অবস্থায় রাশিয়ার বন্ধু তালিকায় অন্তর্ভুক্তি রাতারাতি কোন পরিবর্তন আনবে এমন প্রত্যাশা করছেন না বিশ্লেষকরা। ইউক্রেনে হামলা চালানোর পর বেলজিয়াম থেকে পরিচালিত আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যবস্থা সুইফটে (সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইন্টারব্যাংক ফিন্যান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশন) নিষিদ্ধ করা হয় রাশিয়ার ব্যাংকগুলোকে। রাশিয়াও এই পদ্ধতিতে লেনদেন নিষ্পত্তিকে অনিরাপদ মনে করতো। এতে সে সময় বাংলাদেশরাশিয়ার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ঝুঁকিতে পড়েছিল। কেননা এতে আমদানিরপ্তানির অর্থ পরিশোধ বিশেষ করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ রাশিয়ার অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অর্থছাড় দুরূহ হয়ে পড়েছিল। এমন অবস্থায় দেশটি সুইফটের বিকল্প হিসেবে 'কারেন্সি সোয়াপ' পদ্ধতিতে লেনদেন নিষ্পত্তির প্রস্তাব দিয়েছিল বাংলাদেশকে। কিন্তু রুবলের যথেষ্ট রিজার্ভ না থাকায় এ বিষয় আলোচনা এগোয়নি। ডলার এড়িয়ে দুটি দেশ নিজ নিজ মুদ্রায় লেনদেন করলে তাকে 'কারেন্সি সোয়াপ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ ব্যবস্থা চালু হলে এক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অপর দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে বিপরীত মুদ্রায় অ্যাকাউন্ট খুলবে। বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকবে রাশিয়ান মুদ্রার হিসাব। আর রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে থাকবে টাকার হিসাব। কিন্তু এক্ষেত্রে দুই দেশে ওই মুদ্রার যথেষ্ট রিজার্ভ থাকা প্রয়োজন। রাশিয়া মূলত তাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার অংশ হিসেবে বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর সাথে রুবলে লেনদেনের সুযোগ খুলে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের জেরে পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার ওপর কয়েক দফায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। যুদ্ধ শুরুর পর ১২০০ বহুজাতিক কোম্পানি রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ করে বা সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেয়। এতে আমদানি ক্রমান্বয়ে বাড়লেও, সেই তুলনায় রফতানি আয় কমে যায়। যা দেশটির অর্থনীতিকে কিছুটা কোণঠাসা করে ফেলে। এতে ডলারের তুলনায় সামগ্রিকভাবে প্রায় ২৫ শতাংশ মান হারায় রুবল। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, মার্কিন ডলারের বিপরীতে রুশ মুদ্রা রুবলের মান কমতে কমতে ১৭ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। এই অর্থনৈতিক চাপ মোকাবিলায় দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা চাঙা করতে দেশটি সুদের হার ১৩ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। অর্থনীতির এমন টালমাটাল অবস্থায় বাণিজ্য সুবিধা দুয়ার খুলে সেই তালিকা প্রকাশ করলো রাশিয়া। এই তালিকার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মার্কিন ডলারের আধিপত্য ভেঙ্গে রাশিয়া তাদের মুদ্রার আধিপত্য তৈরির চেষ্টায় আছে বলে ধারণা করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক সামিয়া জামান। তার মতে, পরিবর্তিত ভূরাজনীতিতে রাশিয়া তাদের আধিপত্য বিস্তারে এই কৌশলগত ঘোষণা দিয়েছে। তিনি বলেন, ইউক্রেনে হামলার পর থেকে তারা রুবলে লেনদেনের জন্য বিকল্প বাজার খুঁজছে। এখন তারা এই ৩০টি দেশের জন্য রুবলে বাণিজ্যের সুযোগ খুলে দিয়েছে। এতে তাদের মুদ্রার মান, মর্যাদা বাড়বে। রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা আরআইএ নভোস্তি এর খবর অনুসারে, চলতি বছরের জুলাইয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এ সংক্রান্ত একটি আইনে স্বাক্ষর করেন। ওই আইনি কাঠামোর ভিত্তিতেই বন্ধু ও নিরপেক্ষ হিসেবে ঘোষিত দেশগুলো তাদের রুবলভিত্তিক মুদ্রা ও পণ্যবাজারে অংশগ্রহণ করতে পারবে বলে রুশ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে উঠে এসেছে। রুশ ফেডারেল আইনটিতে বলা হয়েছে, এ আইন মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্যের সক্ষমতা ও রুবলের চাহিদা আরও বাড়াবে, যা রাশিয়ার অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখবে। তবে পশ্চিমা দেশগুলো নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশকে যেভাবে চাপের মুখে রেখেছে, সেখানে রাশিয়ার এই বন্ধুপ্রতিম মনোভাব ইতিবাচক বার্তা দেয় বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক সামিয়া জামান। পশ্চিমা চাপে থাকা অবস্থায় রাশিয়ার এই তালিকাভুক্তি সরকারকে কিছু সাহস দিতে পারে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এতে বাংলাদেশের সাথে রাশিয়ার সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। তবে এর ফলাফল যে শেষ পর্যন্ত ইতিবাচক হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই বলে সতর্ক করেছন মি. ভট্টাচার্য। তিনি জানান, বাংলাদেশ এই ভূ রাজনীতিতে রাশিয়ার দিকে ধাবিত হলে, পশ্চিমাদের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য, বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য, রেমিট্যান্স, ইত্যাদির ওপর নেতিবাচক প্রভাবিত পড়তে পারে। এ ব্যাপারে সরকারকে সাবধান থাকার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, আমাদের রাজনীতি যেন অর্থনৈতিক সমস্যাকে আরও জটিল করে না তোলে।

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে হামলার পর কোন কোন দেশ রাশিয়ার বন্ধু, আর কোন কোন দেশ তাদের বন্ধু নয় এমন একটি তালিকা প্রকাশ করেছে পুতিন প্রশাসন। ইউক্রেনে হামলার পর যেসব দেশ মস্কোর ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে এমন পাঁচটি দেশ ও অঞ্চলকে রাশিয়া এবার বাদ দিয়েছে। দেশগুলো হল আর্জেন্টিনা, হংকং, ইসরায়েল, মেক্সিকো ও মলদোভা। তাদের রাশিয়া আর বন্ধু রাষ্ট্র বলে মনে করে না। বন্ধু নয়, এমন দেশ ও অঞ্চলের সরকারিবেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা নাগরিকদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করা হবে বলে সেসময় জানায় ক্রেমলিন। এমন কী রাশিয়ায় ওইসব দেশের দূতাবাসে কর্মী নিয়োগেও কড়াকড়ি আরোপ করে দেশটির প্রশাসন।

'যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিতে ভর করছে বিএনপি, লক্ষ্য অক্টোবর'

ঢাকা ঃ কালের কণ্ঠের প্রধান শিরোনাম, 'যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতিতে ভর করছে বিএনপি, লক্ষ্য অক্টোবর'। এ প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, গত জুলাইয়ে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচি সফল না হওয়ায় হতাশ নেতারা কয়েক দিন আগেও পরিস্থিতি উত্তরণের পথ খুঁজছিলেন। তবে মার্কিন ভিসানীতির প্রয়োগ শুরু হওয়ায় এখন প্রেক্ষাপট বদলাতে শুরু করেছে বলে মনে করছেন নেতাকর্মীরা। এর ফলে বিএনপির জন্য চূড়ান্ত আন্দোলনের রাজনৈতিক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা। এই প্রেক্ষাপটে চলমান আন্দোলন আরো জোরদার করার বিষয়ে দলের ভেতরে আলোচনা হচ্ছে। আগামী পাঁচই অক্টোবর চলমান কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর আরো শক্তভাবে মাঠে নামতে চায় বিএনপি। এ যাত্রায় ভিসানীতি প্রয়োগের সুযোগ কাজে লাগিয়ে অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হতে পারে। বিএনপি নেতাদের দাবি, মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জো বাইডেনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎ, ফটোসেশনের ছবি এবং সেলফি ভাইরালের ঘটনার পর এখন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতির প্রয়োগের পদক্ষেপ ক্ষমতাসীনদের মধ্যে হতাশা তৈরি করেছে। এতে সরকারি দলের মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী, প্রশাসনসহ সর্বস্তরে এক ধরনের টানাপড়েন শুরু হবে। এ রকম প্রেক্ষাপট চূড়ান্ত আন্দোলনের জন্য উপযুক্ত সময় বলে মনে করছে বিএনপি।

ভারতের সাথে বিরোধে কানাডার মিত্ররা কেন ট্রুডোর পাশে দাঁড়াচ্ছে না?

নিউইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ এ সপ্তাহে নিউইয়র্কে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো যখন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন তখন তার মুখের হাসি মলিন ক্রমে হতে শুরু করে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নের প্রায় সবই ছিল ভারতের বিরুদ্ধে তোলা মি. ট্রুডোর অভিযোগের বিষয়ে।

গত সপ্তাহে মি. ট্রুডো অভিযোগ করেন, কানাডার মাটিতে দেশটির একজন নাগরিকের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে ভারত সরকারের জড়িত থাকার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পেয়েছে কানাডা। নিহত ব্যক্তি একজন শিখ অধিকার রক্ষাকর্মী যাকে সন্ত্রাসী হিসেবে ঘোষণা করেছে ভারত। ভারত সরকার কানাডার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সতর্কভাবে মি. ট্রুডো বলেন, আমরা কাউকে উস্কানি দিতে চাই না বা কোন সমস্যা তৈরি করতে চাই না। আমরা আইনের শাসনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি। কয়েকজন সাংবাদিক তখন প্রশ্ন করেন যে, কানাডার মিত্ররা কোথায়? মি. ট্রুডোকে উদ্দেশ্য করেন একজন সাংবাদিক মন্তব্য করেন, 'প্রয়োজনের সময়ে' আপনাকে একা মনে হচ্ছে।

সাদা চোখে অন্তত এখনো পর্যন্ত এটাই মনে হচ্ছে যে, ভারতের সাথে মুখোমুখি অবস্থান নেয়ার সময় মি. ট্রুডোকে পুরোপুরি একাই দাঁড়াতে হয়েছে।

ভারত বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ, জনসংখ্যার দিক থেকে যা কানাডার তুলনায় ৩৫ গুণ বড়।

যেদিন মি. ট্রুডো কানাডার হাউজ অব কমন্সে ওই বিস্ফোরক ঘোষণা দেন, সেদিন থেকে দেশটির প্রধান মিত্রদের কাউকেই শক্ত গলায় সহায়তার আশ্বাস নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি।

কানাডা প্রধান মিত্র দেশসমূহ, যাদের সাথে দেশটি নিয়মিত গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার করে, তাদের একসাথে ফাইভ আইস ইন্টেলিজেন্স অ্যালায়েন্স বলা হয় - কানাডা ছাড়া এর অন্য সদস্যরা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড।

কানাডার এই দেশগুলো অনেকটা দায়সারা গোছের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছে, কেউই মি. ট্রুডোর পাশে শক্ত অবস্থান নিয়ে দাঁড়ানি।

কী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে মিত্ররা?

অস্ট্রেলিয়ার বলেছে, তারা অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

অস্ট্রেলিয়ার মতোই অনেকটা একই ধরণের শব্দ বেছে নিয়েছে যুক্তরাজ্য। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লিভারলি বলেন, তার দেশ কানাডা যা বলছে তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছে। সবচেয়ে নীরব প্রতিক্রিয়া এসেছে কানাডার প্রতিবেশী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে। এই দুটি দেশ ঘনিষ্ঠ মিত্র হলেও যুক্তরাষ্ট্র কানাডার পক্ষে ক্ষোভ দেখিয়ে কথা বলেনি।

চলতি সপ্তাহে জাতিসংঘে ভাষণ দেয়ার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যখন ভারতের প্রসঙ্গ টানেন, তখন তিনি ভারতের প্রতি নিন্দা জানান নি। বরং নতুন অর্থনৈতিক পথ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার জন্য দেশটির প্রশংসা করেন।

মি. বাইডেনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেইক সুলিভান মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং তার প্রতিবেশী দেশের মধ্যে কোন 'প্রতিবন্ধকতা' নেই। তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে কানাডার সাথে নিবিড়ভাবে আলাপ করা হচ্ছে। কিন্তু জনসমক্ষে প্রকাশিত অন্যান্য বিবৃতিতেও তেমন উত্তাপ ছিল না। দুই দেশের মধ্যকার চলমান বিরোধকে 'গভীর উদ্বেগের' বিষয় বলার সাথে সাথে ছিল পশ্চিমা দেশগুলোয় ভারতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টাও।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখন মি. ট্রুডোর জন্য সমস্যা হচ্ছে ভারতের ব্যাপক কৌশলগত গুরুত্বের তুলনায় কানাডার স্বার্থ কিছুটা মলিন হয়ে গেছে।

উইলসন সেন্টারের কানাডা ইন্সটিটিউটের গবেষক জেভিয়ার ডেলগ্যাডো বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্য পশ্চিমা এবং ইন্দোপ্যাসিফিক মিত্ররা চীনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা ও পাল্টা পদক্ষেপের অংশ হিসেবে যে কৌশল ঠিক করেছে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভারত নির্ভর। সেটা এই মূহুর্তে চাইলেই তারা একেবারে বাদ দিতে পারবে না।

মিত্ররা যে কানাডার প্রতিরক্ষায় দ্রুত এগিয়ে আসেনি, সেটা আসলে ভূ রাজনৈতিক বাস্তবতায় সকলের অবস্থানের ইঙ্গিত।

কানাডার টেলিভিশন নেটওয়ার্ক সিটিভি'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে কানাডায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড কোহেন নিশ্চিত করে বলেছেন যে, ফাইভ আইস ভুক্ত দেশগুলো এ বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদান করেছে।

এই মিত্র দেশগুলোই জনসমক্ষে হরদীপ সিং নিজ্জারের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানাতে কানাডার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে উল্লেখ করে যে প্রতিবেদন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি বলেন, গোপন কূটনৈতিক আলোচনার বিষয়ে তিনি মন্তব্য করতে চান না।

তবে এ ঘটনা বিশ্বমঞ্চে কানাডার দুর্বল অবস্থানেরও ইঙ্গিতও দেয় - পশ্চিমাদের নির্ভরযোগ্য এক মিত্র, কিন্তু যে নিজ গুণে পরাশক্তি নয়।

কানাডা ইন্সটিটিউটের পরিচালক ক্রিস্টোফার স্যান্ড মনে করেন, এখানে একটি একটি শক্তির খেলা দেখা যাচ্ছে।

তিনি বলেন, এখানে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে কাজ করছে শক্তি, ক্ষমতা এবং আর্থিক বিষয়, যার ঠিক কোনটাই কানাডার নেই।

ভারতের বাইরে খুব কম লোকই জনসমক্ষে অভিযোগ প্রকাশ করার মি. ট্রুডোর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে।

তার এই অভিযোগ সত্য হলে এটি হবে কানাডার মাটিতে একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড যা ঘটিয়েছে আরেকটি গণতান্ত্রিক দেশ। তবে এসব নৈতিক বিষয় বৈশ্বিক মনোযোগ ঘোরাতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।

মি. ট্রুডোর জন্য এই শীতল ভূ রাজনৈতিক বাস্তবতার মানে হচ্ছে, বেশ কিছু সময় ধরে একা হয়ে পড়া এবং এই সময়ের মধ্যে ভারতের সাথে উত্তেজনা আরো বাড়তে থাকা। যার মধ্যে রয়েছে পাল্টাপাল্টি কূটনৈতিক বহিষ্কার, ভ্রমণে সতর্কতা জারি, আর সবচেয়ে নাটকীয় হচ্ছে ভারত ভ্রমণে ইচ্ছুক কানাডার নাগরিকদের জন্য ভিসা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত।

কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত যোগ হয়েছে, কানাডার এই লিবারেল নেতার এই দীর্ঘ সপ্তাহটি শেষ হচ্ছে এক দীর্ঘতর গ্রীষ্মের সাথে সাথে।

কানাডার নাগরিকরা একদিকে যখন মুদ্রাস্ফীতি এবং উচ্চ সুদহার নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন, তখন দেশটির নির্বাচনে চীনের হস্তক্ষেপ করার অভিযোগের খবর সামনে এসেছে।

সমালোচকরা বলছেন, মি. ট্রুডো এবং তার মন্ত্রীসভা বিষয়টি জানলেও, এটি গুরুত্ব সহকারে নিতে ব্যর্থ হয়েছে তারা।

এরপর দেশটির কুখ্যাত সিরিয়াল কিলার পল বার্নার্ডোকে একটি মধ্যম মাত্রার নিরাপত্তা বেষ্টিত কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছে এমন খবর প্রকাশ হওয়ার পর দেশজুড়ে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি করেছে।

এ নিয়েও মি. ট্রুডো এবং তার সরকার আরেকবার চাপের মুখে পড়ে।

সেপ্টেম্বর নাগাদ, মি. ট্রুডোর প্রতি জনসমর্থন গত তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থায় নেমে এসেছে।

দুই হাজার পনের সালে নির্বাচিত মি. ট্রুডোকে সমর্থন করেন না ৬৩ শতাংশ কানাডিয়ান।

নির্দলীয় একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান অ্যাঙ্গাস রিড ইন্সটিটিউটের প্রেসিডেন্ট শাচি কার্ল বলেন, গত আট বছরের মধ্যে তার জনসমর্থন এতোটা কমেনি। তাকে নানা ধরণের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে, যেমন, 'আপনি কি আরো ক্ষমতায় থাকতে চান'? 'আপনি কি পদত্যাগ করবেন'? এটা মি. ট্রুডোর জন্য আরেকটি শীতল বাস্তবতা।

তিনি একজন তারকার মতো ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। গ্লোব এন্ড মেইল নিউজ পেপারের প্রধান রাজনৈতিক লেখক ক্যাম্পবেল ক্লার্ক, বলেন তিনি একজন সেলিব্রেটি যা আমরা কানাডার রাজনীতিতে কখনো দেখিনি। আর নির্বাচনে জয়লাভের পর তার জনপ্রিয়তা আরো বেড়েছে।

কিন্তু আট বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় থাকার পর মনে হচ্ছে কানাডিয়ানদের সাধ মিটেছে।

মি. ক্লার্ক বলেন, মনে হচ্ছে মি. ট্রুডোর তারকা শক্তি মলিন হয়ে এসেছে বিশেষ করে সাম্প্রতিক কয়েক মাস ধরে।

এখনো অনেক বিশেষজ্ঞ অবশ্য সতর্ক করে বলেছেন যে, ভারতের সাথে এই উত্তেজনায় মনে হতে পারে যে আন্তর্জাতিক মঞ্চে মি. ট্রুডো একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কিন্তু দেশের মধ্যেও এই ধাক্কাটা দরকার ছিল।

মি. ক্লার্ক বলেন, এই উত্তেজনা তাকে সব ধরনের অভ্যন্তরীণ প্রশ্ন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। মি. ট্রুডো তার সপ্তাহ শেষ করেছেন আরেক মিত্র এবং সেলিব্রেটি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। কমপক্ষে এক দিনের জন্য হলেও মি. ট্রুডো খুব ভাল সঙ্গ পেয়েছেন।

তুরস্কে পৌঁছালো ইউক্রেনের শস্যের চালান

কয়েভ ঃ এএফপি জানিয়েছে, ইউক্রেনীয় গমের দ্বিতীয় একটি চালান রবিবার তুরস্কে পৌঁছেছে। ইউক্রেন থেকে ছেড়ে যাওয়া অথবা ইউক্রেনগামী জাহাজে হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছিল রাশিয়া। তবে ইউক্রেন আপাতত নেটো সদস্য বুলগেরিয়া ও রোমানিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকা জলসীমায় পরীক্ষামূলকভাবে জাহাজের মাধ্যমে পণ্য আনানেওয়া শুরু করেছে। পালাউ'র পতাকাবাহী জাহাজটি মিশরের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ শনিবার আবারও জানান, কৃষ্ণ সাগরের মধ্য দিয়ে নিরাপদে ইউক্রেনের শস্য রপ্তানির উদ্যোগটি আর চালু করা হবে না। এছাড়াও তিনি ইউক্রেনের প্রস্তাবিত ১০ দফা শান্তি পরিকল্পনার প্রতি নিন্দা জানান। তিনি উভয় উদ্যোগকেই বাস্তবসম্মত নয় বলে আখ্যায়িত করেন। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিশ্ব নেতাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন লাভরভ। বৈশ্বিক কূটনীতিক তৎপরতার এই সপ্তাহে ইউক্রেন ও তার পশ্চিমা মিত্ররা রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে আরও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালায়। এটা একেবারেই সম্ভব নয়, কিয়েভের শান্তি পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন লাভরভ। এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এটা বাস্তবসম্মত নয় এবং তা সবাই বোঝে। কিন্তু একইসঙ্গে, তারা বলে, এটাই দর কষাকষির একমাত্র ভিত্তি। লাভরভ জানান, কিয়েভ ও তার পশ্চিমা মিত্ররা জোর খাটালে যুদ্ধক্ষেত্রেই এই সংঘাতের মীমাংসা হবে। লাভরভ আরো বলেন, মস্কো কৃষ্ণ সাগর দিয়ে ইউক্রেনীয় শস্য রপ্তানির চুক্তি থেকে সরে এসেছে, কারণ রাশিয়াকে দেওয়া অঙ্গীকারগুলো পূরণ হয়নি। তিনি বলেন, এই রপ্তানি উদ্যোগ আবারো চালু করতে জাতিসংঘের সর্বশেষ প্রস্তাবও বস্তুত বাস্তবসম্মত নয়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বক্তব্য রাখার ৪ দিন পর বক্তব্য দিলেন লাভরভ। জেলেন্সকি তার বক্তব্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে খাদ্য, জ্বালানী ও এমন কী, শিশুদেরকে ইউক্রেন ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা ভিত্তিক নিয়মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ এনেছেন। বাইডেনও একই সুর বজায় রাখেন। তিনি বিশ্ব নেতাদের ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যদি আমরা ইউক্রেনকে খণ্ডবিখণ্ড হতে দেই, তাহলে কোনো দেশের স্বাধীনতা কী নিরাপদ থাকবে?

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা নিন ঃ সরকারের প্রতি মির্জা ফখরুল

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর লক্ষ্যে প্রযোজনীয় পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রবিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানী ঢাকার র নয়াপল্টনে খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবিতে, বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আযোজিত সমাবেশে তিনি কথা বলেন। বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমি তাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। তিনি এতটাই অসুস্থ যে তিনি ঠিকমতো কথা বলতে পারেন না। চিকিৎসক বলেছেন, আপনার যদি কিছু করার থাকে তবে করুন, তিনি ভালো নেই। তিনি বলেন, তার কিছু হলে, তা শুধু বিএনপির নয়, জনগণ, গণতন্ত্র ও দেশের জন্য বড় ক্ষতি হবে। মির্জা ফখরুল বলেন, খালেদা জিয়া এমন একজন নেত্রী, যে গণতন্ত্রের জন্য, দেশের প্রযোজনে রাজপথে নেমেছেন এবং এরশাদকে হটিয়ে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাকে পর্যাপ্ত চিকিৎসা ছাড়াই বন্দি করে রাখা হয়েছে। বিএনপি মহাসচিব বলেন, আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ১৭৬ দিনের হরতাল পালন করেছে এবং খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের স্বার্থে সংবিধান পরিবর্তন করে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা চালু করেছেন। দেশের মানুষ এখন বলছে, এই সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো সম্ভাবনা নেই। আর, গণতন্ত্রপন্থী কোনো দলই এ সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেবে না। এই অবস্থা চলতে থাকলে দেশের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাবে।